ইউনিট ৩
শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা

ইউনিট ৩ শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা
[Increasing the Relevance of Education]

শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে একমাত্র শিক্ষকেরই শিক্ষাদানের বিশেষ অধিকার আছে, এ কথা আর বিশ্বাস করা হয় না। শ্রেণী শিক্ষক ব্যতীত গৃহ ও স্কুলের সামাজিক পরিবেশ শিক্ষাদানে বিশেষ অংশীদার।

শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সার্থক সম্প্রসারণের প্রথম ধাপই হলো শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতার স্বীকৃতি। প্রসাঙ্গিকতার তাৎপর্য অনেক। প্রাসঙ্গিকতা বলতে বুঝি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সর্বাধিক পরিমাণে অর্থবহ করে তোলা এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রেক্ষিতে তা পরিবেশন করা। প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য বিষয়বস্তু এবং শ্রেণীর কার্যক্রম সর্বাধিক পরিমাণে অর্থবহ করা, বিভিন্ন কার্যের উদ্দেশ্য সুপস্পষ্ট করা, শিখন-সঞ্চালনের সুযোগ করা, শেখার সেটিং বা প্রেক্ষিত নির্বাচন করা এবং শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার আদায় – ইত্যাদি কাজের জন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হয়।

বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা ব্যতীত শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিতকরণ, শিক্ষাদানে অভিভাবকের সাহায্য আদায় এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষণ সম্প্রসারণের জন্য অভিভাবকদের নিকট বাস্তব সম্মত প্রস্তাব রাখা ইত্যাদি কাজেও শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে হবে।

প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টিকরে শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশে প্রভাব বিস্তার করার অতুলনীয় অবস্থানে আছেন শিক্ষকবৃন্দ। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আদর্শ স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের স্কুলের বাইরে সমাজ জীবনে শিখন সঞ্চালনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা যায়। আদর্শ স্থাপন করে এবং গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য মন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মৌখিক আচরণ বিকাশে সাহায্য করতে পারেন।

শুধু পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ না থেকে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করার জন্য শিক্ষকের অনেক বেশি সময় ও উদ্যোমের প্রয়োজন। যদি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় তবেই শিক্ষকের অতিরিক্ত যত্ন ও শ্রম মূল্য পাবে।

শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতার সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয় নি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে শিখন, সংরক্ষণ, সঞ্চালন, প্রেষণা ইত্যাদির আলোচনা থেকে শিক্ষা কার্যক্রমে মনোবৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় আমরা খুঁজে পাই।

এই ইউনিটে শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য ইউনিটকে ১১টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ - ৩.১ স্কুলের অধিকতর অর্থবহ ও কার্যকর ভূমিকা
পাঠ - ৩.২ বিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ নিশ্চিতকরণ
পাঠ - ৩.৩ শিক্ষামূলক খেলা
পাঠ - ৩.৪ শিক্ষণীয় কাজ উপস্থাপনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত সৃষ্টি
পাঠ - ৩.৫ শিক্ষায় অঙ্গীকার ও একাত্মতা ঃ শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার ও একাত্মতা
পাঠ - ৩.৬ শিক্ষায় অঙ্গীকার ও একাত্মতা ঃ পিতামাতা ও সমাজের অঙ্গীকার
পাঠ - ৩.৭ শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক অভিভাবক সহযোগিতা ঃ শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও আচরণ অভিভাবককে জ্ঞাতকরণ
পাঠ - ৩.৮ অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ নিশ্চিতকরণ ও অভিভাবকদের শিক্ষামূলক নির্দেশনা প্রদান
পাঠ - ৩.৯ বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশ ঃ স্কুলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ
পাঠ - ৩.১০ স্কুলে সহযোগিতামূলক পরিবেশ
পাঠ - ৩.১১ শিক্ষার্থীর মৌখিক আচরণ

পাঠ ৩.১ স্কুলের অধিকতর অর্থবহ ও কার্যকর ভূমিকা
[Adding Meaning to School]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- স্কুলের ভূমিকাকে অধিক কার্যকর করার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্কুল কার্যক্রম কার্যকরী করার জন্য শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, জীবন-ভিত্তিক ও আনন্দদায়ক কাজের পরিকল্পনা করতে পারবেন।
- সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামাজীকিকরণের সাহায্যে শিক্ষাদান করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

স্কুলের অধিকতর অর্থবহ ও কার্যকর ভূমিকা

বিষয়বস্তুর অর্থময়তা

একটি বিষয়বস্তু যত অর্থবহ হয়, তত সেটি বুঝতে ও শিখতে সুবিধা হয়। মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকেও অর্থহীন বিষয়ের চেয়ে অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু যে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি শিখতে ও মনে রাখতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। 'অর্থময়তা শিখন বৃদ্ধি করে' – এই নীতিকে সাধারণ জ্ঞান এবং আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাও সমর্থন করে। সেজন্য স্কুলের পঠনীয় বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলীর অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় উপস্থাপন প্রয়োজন।

অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত কার্যাবলী

শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের কাছে স্কুলকে অর্থবহ ও আকর্ষণীয়করণ নিশ্চিত করতে হবে। অর্থবহকরণ একটি খণ্ডিত ব্যাপর নয়। একটি বিশেষ পাঠ বা একটি ইউনিট অথবা একটি ফিল্ড ট্রিপকে অর্থবহ ও শিক্ষাপ্রদ করার প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। ধারাবাহিকভাবে ক্রামগত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে স্কুলের কার্যাবলীর আয়োজন করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এতে শ্রেণীকক্ষে পরিবেশিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। এভাবে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে যেয়ে গতানুগতিক শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ থেকে হয়ত আমাদের অনেক দূরে চলে যেতে হবে। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে সেটা আয়োজন করা সব সময় সম্ভব হবে না। এটা হয়ত আমাদের বাড়িতে, বাড়ির আঙ্গিনায়, খোলা মাঠে, পাড়ার অলিগলিতে, প্রতিবেশী পার্কে, পিজ্জার দোকানে অথবা হোটেলে নিয়ে যাবে। শ্রেণীকক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে সকাল বেলার দৈনিক পত্রিকা বিলি করা অথবা অবসরে কোন বাড়িতে শিশুর অথবা বৃদ্ধের দেখা শুনা করার কাজে ও আমাদের নিয়ে যেতে পারে। অথবা আমাদের নিয়ে যেতে পারে কোন কারখানায় অথবা চিড়িয়াখানায় অথবা কোন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।

লেখাপড়া ও চাকরী

অনেক সময় শিক্ষকরা ছাত্রদের বলেন ক্লাসে তারা যা শিখছে তা তাদের ভবিষ্যতে চাকরী পেতে সাহায্য করবে। এভাবে তারা স্কুলের কার্যক্রমকে অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করনে। হাইস্কুল বা কলেজ শেষ করার পূর্বে অনেক ছেলেমেয়েই খুব গুরুত্বসহকারে চাকরী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা আরম্ভ করে, এমনকি অনেকে ভবিষ্যত কাজের লক্ষ্য, কি ধরনের কাজ করবে ইত্যাদিও সুনির্দিষ্ট করে ফেলে। চাকরীতে নিয়োগের যৌক্তিক মাপকাঠি ও নীতিমালা নিয়েও এ সময়ে তাদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়। তাদের পিতামাতা - যাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত, তাদেরকে চাকরি প্রাপ্তি, ধরে রাখা, চাকরীর পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপারে এতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে দেখা যায় বলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা দ্বিধাদ্বন্ধ সৃষ্টি হয়। ফলে ভবিষ্যত চাকরী প্রাপ্তির জন্য স্কুলের পড়াশুনার প্রয়োজন ভালভাবে লেখাপড়া করার উপর ভবিষ্যতের উচ্চমানের জীবিকা নির্ভরশীল – এ সমস্ত সনাতন যুক্তি ক্রমবর্ধমান হারে বির্তকের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে' – একথা তারা বিশ্বাস করছে না। এ ধরনের বিশ্বাস ছেলেমেয়েদের মনে জাগ্রত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন শিক্ষকদের স্কুল কার্যক্রমকে অধিকতর অর্থপূর্ণ ও কার্যকরী করার জন্য অন্যান্য পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।

আনন্দদায়ক কাজ

শিক্ষক অনেক দূরবর্তী কোন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করে; অচেনা, অজানা, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে স্কুলের কার্যক্রমকে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবহ করার চেষ্টা করবেন। সেজন্য শিক্ষার্থীরা বর্তমানে যাতে আনন্দ পাচ্ছে, যাতে কৌতূহলী হচ্ছে, যাকে উপযোগী মনে করছে, সেসব ব্যাপারেই শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যোগ, বিয়োগ, ভাগ শেখাতে খেলার মাঠের দিকে নজর দিন। রানের, বলের স্কোর থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীরা উৎসাহী হয়ে উঠবে। চিঠি লেখার দক্ষতা অর্জন করাতে চান, কৃতি ক্রিকেট খেলায়াড়দের অটোগ্রাফযুক্ত ছবি পাঠানোর জন্য চিঠি লিখতে দিন। অথবা কোন ফুটবল ক্লাবের সদস্য হয়ে খেলার অনুমতির জন্য লিখতে দিন। অথবা ওয়ার্ড কমিশনারকে একটি খেলার মাঠের ব্যবস্থা করার জন্য লিখতে হলে শিক্ষার্থীর আনন্দের সঙ্গে এ কাজের চর্চা করবে। শ্রেণী পিকনিক, পার্টি অথবা স্কুল লাঞ্চের খাবারের হিসেব থেকে শতকরা আর অনুপাতের হিসাব আকর্ষণীয়ভাবে আয়ত্তে চলে আসতে পারে। বিভিন্ন গাড়ির ও মোটর বাইকের জ্বালানী খরচের হিসাব থেকে ও তুলনামূলক অনেক হিসাব শেখা হতে পারে। ব্যবহারিক জীবন থেকে বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে অনেক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা নীরিক্ষার কাজ করুন। এতে অনায়াসে আপনি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের পছন্দ আর অনুরাগই অনেক মৌলিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে পারে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অনুরাগ কাজে লাগিয়ে স্কুলে তাদের অনেক ধারণা (concept) সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারেন যা তারা স্কুলের বাইরে ও ব্যবহার করতে পারবে। এভাবে স্কুল থেকে শেখা জ্ঞান তাদের ব্যবহারিক জীবনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আর যখনই স্কুলে শেখা কাজ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে তখনই শেখার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

সক্রিয়তা

স্কুলের ভূমিকাকে কার্যকর করতে হলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তুলুন। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলে সে উদ্দেশ্য অর্জনের পরিতৃপ্তি সে কাজে ছেলে মেয়েদের উৎসাহিত করে তুলে। সে কাজ যদি চেনা জানা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে অতি সহজে প্রেষণা সৃষ্টি হয়। কিছু করার জন্য, কিছু শেখার জন্য ছেলেমেয়েরা উন্মুখ। শিশুরা জীবনীশক্তি সম্পন্ন জীব। তার আত্মসত্তা সব সময় ক্রিয়াশীল। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত। নিজের ইচ্ছায় সক্রিয়ভাবে সে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনে আগ্রহশীল,তৎপর। প্রত্যক্ষ জগতের সাথে সক্রিয় যোগাযোগের ভেতর দিয়েই তার বিকাশ হয়। সুতরাং শিক্ষক তার সেই সক্রিয় তৎপরতারকে কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত উদ্দেশ্যমুখীন, জীবন সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুর সামনে তুলে ধরবেন। তখনই স্কুল শিশুর বিকাশে মূল্যবান অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

উদ্দেশ্যপূর্ণ কোন প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষা দিলে তা শিশুর মধ্যে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। আগ্রহের সঙ্গে শিশু তা সম্পাদন করতে চেষ্টা করে। স্বতস্ফূর্তভাবে, আনন্দের সঙ্গে সে শিক্ষণীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। তবে স্কুলে শিক্ষণীয় সকল বিষয়বস্তুকে শিক্ষক শিশুর পছন্দমাফিক রূপে উপস্থাপন করতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর শিক্ষার্থীর আগ্রহভিত্তিক উপস্থাপন সম্ভব নয়।

সামাজিকীকরণ

সামাজিকীকরণের পন্থায় সে সমস্ত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যেতে পারে। অধিকাংশ শিশুর জন্য স্কুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বমাত্রা (dimaension) সামাজিকীকরণ। সমাজে একজন ব্যক্তির কতখানি মূল্যবোধ রয়েছে, এই জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে স্কুল, একে সামাজিকীকরণ বলে। শিক্ষার্থী হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সে স্কুল থেকে পাচ্ছে এই উপলব্ধি সমাজ ও স্কুল কার্যক্রম সম্পর্কে তাকে সচেতন এবং আগ্রহান্বিত করে তুলে।

সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা

এতদ্ব্যতীত ব্যক্তির যে কোন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের (personal characteristics) মূল্যায়ন সামাজিক মাধ্যমে বা সামাজিক পরিবেশে হয়ে থাকে। সেজন্য শিক্ষক স্কুলের কার্যক্রম পরিকল্পনা করার সময় শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবেন। বিভিন্ন বিষয়বস্তু খেলাধুলা, সিমুলেশন, রোল প্লায়িং ইত্যাদি বিভিন্ন সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে শেখার

ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে সহজে তা গ্রহণ করবে। অন্যথায় ঐসব বিষয়বস্তু শেখানোর ক্ষেত্রে স্কুল কার্যকর হতে পারবে না।

সমস্যামূলক পরিস্থিতি

শিক্ষাক্রম প্রণেতারা এবং পাঠ্যপুস্তক লেখকরা শিক্ষাদান সামগ্রীতে মূলত বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ কাঠামো ও বিষয়বস্তুর বিন্যাসের ধারাবাহিকতার প্রতি নজর দেন। সে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষক সে বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের পরিচিত এবং যাতে তাদের আগ্রহ আছে এমন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত করে তাদের কাছে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক অন্য পন্থা ও অবলম্বন করতে পারেন। তিনি শিক্ষার্থী সম্পৃক্ত কিছু সমস্যামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা, যৌক্তিক আলোচনা এবং বিজ্ঞান সম্মত সমাধান পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক শিশুদের নূতনের সঙ্গে পুরোনোর, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র স্থাপন করে শেখার ব্যাপারেও সহায়তা করবেন।

এসব উপায় অবলম্বন করে শিক্ষক বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় ও বিদ্যালয় কার্যক্রমকে অধিকতর অর্থবহ ও কার্যকরী করে তুলতে সফল হতে পারেন।

সারমর্ম ঃ অর্থবহ বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা সহজে গ্রহণ করে। সে জন্য শিক্ষক বিষয়বস্তু অর্থবহ ও উদ্দেশ্যমুখীন করে উপস্থাপন করবেন। বিষয়বস্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে, পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে, আনন্দদায়ক কাজের সঙ্গে, সক্রিয় তৎপরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পরিবেশন করলে তা শিক্ষার্থীর কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হয়। স্কুলের কার্যক্রমকে অধিক কার্যকর করার জন্য শিক্ষক এসব পন্থা অবলম্বন করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন। আগ্রহভিত্তিক উপস্থাপন যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, সেখানে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণে সাহায্য করে। সমস্যামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ও শিক্ষার্থীর সক্রিয় সম্পৃক্ততা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিখন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে –
   ক. অর্থহীনতা
   খ. অর্থময়তা
   গ. উদ্দেশ্যহীনতা
   ঘ. বিষয়বস্তু

২. রোল প্লেয়িং কি পদ্ধতি?
   ক. সহযোগিতামূলক
   খ. বক্তৃতা
   গ. প্রতিযোগিতামূলক
   ঘ. আবিষ্কার

পাঠ ৩.২ বিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ নিশ্চিতকরণ [Ensuring Purpose]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- উদ্দেশ্য নিরূপণ কেন প্রয়োজন তা বলতে পারবেন।
- উদ্দেশ্য কত ধরনের ও কি কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- কৃতকার্যতা কেন্দ্রিক অভীষ্ঠ লক্ষ্য (success-oriented goal) ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের স্তর মূল্যায়নে কিভাবে সাহায্য করে বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিখনের মূল্যায়নে কিভাবে যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়কে উদ্দেশ্যমুখীন খেলায় পরিণত করে, ভালভাবে আয়ত্ত করা যায় তার দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন।
- কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্দেশ্য নিরূপণ ও পরিমাপ বিধি নির্দিষ্ট করা যায় তার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন।

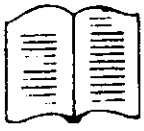

বিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ নিশ্চিতকরণ

উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা

অর্থ যেমন পরিচিতি বহন করে তেমনি উদ্দেশ্যে একটা পরিণতি বা লক্ষ্য নিহিত থাকে। উদ্দেশ্যই আমাদের পরিণতি বা লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। একটা শেষ সীমা যদি না থাকে তবে একটা 'দৌড়' হতে পারে না। একটা চেকার খেলা তখনই শেষ হবে যখন একই রংয়ের সব গুটি বোর্ড থেকে সরে যাবে। কেউ যখন একটা দৌড়ে অংশ নিতে যায় অথবা ধরুন চেকার খেলা শুরু করতে যায় তখন প্রথম থেকেই সে বুঝে এটা কিভাবে শেষ হবে বা এটাতে সফল হতে গেলে কি করতে হবে। দৌড়ই হোক বা চেকার খেলার ব্যাপারই হোক শুরুর সময়ই জানতে হয় এটা সম্পূর্ণ করার আর সফল হওয়ার শর্ত কি কি। এসব শর্ত জানা থাকলে এগুলো ব্যক্তিকে উদ্দীপনা দেয় ও কর্মসম্পাদনে দিক নির্দেশনা দেয়। এতে কাজটা সম্পূর্ণ করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

যে কোন শিখন কাজের অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সে উদ্দেশ্য কাঠামোগত, কার্যকারিতামূলক ও পদ্ধতিগত হতে পারে।

কাঠামোগত উদ্দেশ্য (Structural Purpose)

বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য

অনেক কাজের মধ্যে একটি কাজের যুক্তিসঙ্গত অবস্থান ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কাঠামোগত উদ্দেশ্য।

কার্যকারিতামূলক উদ্দেশ্য (Functional Purpose)

কোন একটি কাজ সম্পাদন করা বা কোন বিষয়বস্তু শেখার উপকারিতা কি, প্রয়োজনীয়তা কি ইত্যাদির ব্যাখ্যা হচ্ছে কার্যাকারিতামূলক উদ্দেশ্য।

পদ্ধতিগত উদ্দেশ্য (Methodological Purpose)

যে কোন একটি কাজ অথবা ধারণা কি উপায়ে শেখা হবে বা শেখানো হবে বা পর্যালোচনা করা হবে ইত্যাদি উপায় নির্বাচন করার ব্যাখ্যা হচ্ছে পদ্ধতিগত উদ্দেশ্য।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধারণত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সহায়তায় নিরূপণ করে থাকেন। সকল শিক্ষামূলক কাজের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্দেশ্য ব্যাপক অবদান রাখে।

শিক্ষামূলক অর্পিত কাজ (task) প্রায়শই কৃতকার্যতাকেন্দ্রিক অভীষ্ঠ লক্ষ্যের (success-oriented goal) দিকে নির্দেশিত হয়। কাজটি সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করার জন্য এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে করা প্রয়োজন ইত্যাদি বাস্তব পন্থা সুনির্দিষ্ট থাকে। শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থী অথবা উভয়েই একসঙ্গে তাদের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা কৃতকার্যতাকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত করতে পারেন।

সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে তার কৃতিত্বের স্তর অনুধাবনে ও সাহায্য করে। সে স্তর 'অপূর্ব' 'ভালো' 'মোটামুটি' অথবা 'সন্তোষজনক নয়' — যে কোন রকম হতে পারে। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হলেই শুধু শিক্ষার্থী তার কৃতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। বার গ্রাফ (bar graphs) এবং টালি শিট (tally sheet) ধরনের দর্শনীয় উপায়ের ব্যবহার করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য নিরূপণ ও পরিমাপ পদ্ধতি

কাজের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য এগুলোর ব্যবহার খুবই সুবিধাজনক। এগুলো শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে ও সাহায্য করে। বানান, শব্দকোষ, গাণিতিক সমস্যা অথবা টাইপের দ্রুততা ইত্যাদি হচ্ছে এমন ধরনের কিছু কাজ যার জন্য ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে নিরূপণ করে নেওয়া যায়। এই ধরনের কাজের ভুল ও সাফল্যের হার এবং এগুলো সম্পাদন ও আয়ত্ত্ব করতে কি পরিমাণ সময় প্রয়োজন হয় ইত্যাদিও খুব সহজে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য অর্জনের সফলতার স্তর কে আমরা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারি। যেমন- দশের মধ্যে নয় পাওয়া অথবা শতকরা ৯৫ অথবা তারও বেশি পাওয়া অথবা কাজটি দু'মিনিট বা তারও কম সময়ে সম্পাদন করতে পারা। অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন কঠিন হতে পারে অথবা তুলনামূলকভাবে সহজও হতে পারে। শিক্ষার্থী যারা দুর্বলচেতা বা অকৃতকার্য হতে ভয় পায় তাদের জন্য লক্ষ্য অর্জনের মান মোটামুটি নিচু স্তরে রাখা প্রয়োজন। অনেক শিক্ষার্থী কঠিন সমস্যা পছন্দ করে। বিষয়বস্তু যত চ্যালেঞ্জিং হয় তত তারা তাতে আনন্দ পায়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, যেখানে দ্রুত সাফল্যের সম্ভাবনা কম সে রকম অভীষ্টের দিকে তাদের উৎসুক্য দেখা যায়।

সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য লক্ষ্য নিরূপণের সময় ব্যক্তিগত ভাবেই হোক বা সমষ্টিগতভাবেই হোক তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে।

উদ্দেশ্যমূখীন শিক্ষামূলক খেলা

যে কোন একটি সাধারণ পর্যালোচনার অধিবেশনকেও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষামূলক করে তোলা যায়। তার জন্য সেটাকে উদ্দেশ্যমুখী করতে হবে এবং উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দিক নির্দেশনা দিতে হবে। যেমন- ধরুন, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের পরীক্ষা নিতে পারে। তাদের অবসর সময়ে এ ধরনের কাজের ব্যবস্থা করা যায়। যে কোন পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষক তাদের তিন সেট কার্ড দিতে পারেন। কার্ডগুলো 'সহজ', 'মোটামুটি কঠিন' ও 'কঠিন' হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। এই কার্ডগুলো শিক্ষার্থীরা যে কোন ভাবে ব্যবহার করতে পারে অথবা তাদেরকে কার্ড ব্যবহারের জন্য কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করার জন্য উৎসাহিত করা যায়। শিক্ষক নিজে শ্রেণীকক্ষে প্রবর্তনের জন্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। যেমন- যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে পাঁচবারের চেষ্টায় 'সহজ' চিহ্নিত বিষয়বস্তুগুলোতে শতকরা ৮০ অথবা আরও বেশি স্কোর অর্জন করতে পারবে না ততক্ষণ তারা 'মোটামুটি কঠিন' ও 'কঠিন' বিষয়বস্তুর কার্ডগুলো ব্যবহার করবে না। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে অন্তত ৯৫ ভাগ অথবা সমুদয় কার্ডের শুদ্ধ উত্তর দিতে পারলেই শুধু এই flash card game আয়ত্ত্ব হয়েছে বলা যায়। শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট মাপের রেকর্ড কার্ডে তাদের প্রতিবারের প্রচেষ্টার ভুল বা শুদ্ধ উত্তরের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে পারে। এই ধরনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন যার কিছুটা শিক্ষক প্রবর্তন করেছেন, কিছুটা হয়ত বা শিক্ষার্থীরা তৈরি করেছে - সবকিছুই সেই বিশেষ কাজে দিক নির্দেশনা দেয়, সে কাজকে উদ্দেশ্যমুখীন করে তোলে। অন্যথায় সে কাজ শুধুই শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখার একটা পন্থা হিসাবে বিবেচিত হবে, কোন উদ্দেশ্যমুখীন শিক্ষাপ্রদ খেলা হবে না।

শিক্ষার বিষয় অনেক কাজের ভেতর দিয়ে আনন্দপূর্ণ পরিবেশে আয়ত্ত হয়ে যায় বলে অনেক শিক্ষার্থী এই ধরনের task বা খেলা পছন্দ করে। আবার অনেকে শেষ স্কোরটি পর্যন্ত পাওয়ার আনন্দে এ ধরনের কার্যাবলী পছন্দ করে। অনেকে বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আনন্দে এ ধরনের খেলায় যোগ দেয়। কাজটি সম্পাদনে ব্যবহৃত উপকরণ ও পদ্ধতি অনেককে মুগ্ধ করে। এ ধরনের শিক্ষামূলক

খেলা যা শিক্ষার্থীর শিখনে প্রেষণা সৃষ্টি করে, শিখন প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করে ও শিখনের প্রবৃদ্ধি ঘটায়, তার দুয়েকটি নমুনা পরবর্তী পাঠে দেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও পরিমাপবিধি নির্দিষ্টকরণ

অনেক কাজের উদ্দেশ্য নিরূপণ করা বেশ দুরূহ। আবার অনেক কাজেই উদ্দেশ্য নিরূপণ কিভাবে করতে হবে, কিভাবে সফলতা বিচার হবে ইত্যাদি সহজে নির্দিষ্ট করা যায়। মনে করুন, একটা বিতর্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদের মতামতের পরিবর্তন সাধন। এর সাফল্য বিচার করতে হলে বিতর্কের পূর্বে ও পরে একটি মতামতমালা (opinionnaire) শ্রোতাদের দিতে হবে। তার ফলাফলের ভিত্তিতে বিতর্কের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে বিচার করা যাবে। আবার ধরুন, আপনার উদ্দেশ্য একটা বই রিভিউ করানো। এক্ষেত্রে আপনাকে কাজটিকে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে তার উদ্দেশ্য ও পরিমাপবিধি নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। যেমন- কাহিনী বর্ণনার জন্য পাঁচ পয়েন্ট, একটি চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য সাত পয়েন্ট, লেখার স্টাইলের সমালোচনার জন্য পাঁচ পয়েন্ট, শুদ্ধ ব্যাকরণ সম্মত ভাষা, বাক্য কাঠামোর সৌন্দর্য, বানান শুদ্ধ, যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদির জন্য প্রতি দশলাইনে এক পয়েন্ট যদি নির্দিষ্ট করে দেন তাহলে খুব সহজে শিক্ষার্থী বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অধিক পয়েন্ট পেয়ে সফল হওয়ার প্রচেষ্টা করবে।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের শিট শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করে বৎসরের প্রতি টার্মে কিভাবে পয়েন্ট অর্জন করতে হবে তা ব্যাখ্যা করলেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য সচেতনতা সৃষ্টি হবে। তারা যে শুধু নির্ধারিত পন্থায় তাদের অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে তা নয়, বরঞ্চ তারা অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে বই পড়বে। পূর্বে পয়েন্ট হারিয়েছে যেসব ক্ষেত্রে সেগুলোর দিকে অধিকতর মনোযোগী হবে। লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্ট এবং কার্য সম্পাদনা সফলতার মাত্রা স্পষ্টভাবে বিবৃত থাকলে বই পড়তে, প্রতিবেদন লিখতে খুব অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীরাও সক্রিয় হয়ে আনন্দের সঙ্গে তাদের এসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ করে।

শিক্ষক শিক্ষা কাজকে যত উদ্দেশ্যপূর্ণ করবেন, লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করবেন ততই শিক্ষার্থীদের কার্য সম্পাদনার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এতে শিক্ষকের মূল্যায়ন কাজও অনেক সহজ হয়ে যায়। উদ্দেশ্যকে বাস্তব ও সুস্পষ্ট করার জন্য শিক্ষক যদি প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের চার্ট তৈরি করেন সেটা শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের পরিমাপ জানতে ও তাদের স্বাতন্ত্র উপলব্ধিতে সহায়তা করবে। অনেক সময় বিভিন্ন শিক্ষা কাজের উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও বাড়তি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু একবার সেটা করে ফেললে শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ, কর্মসম্পাদন, পরিমাপন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

সারমর্ম ঃ উদ্দেশ্য কাজের একটি পরিণতি বা লক্ষ্যের দিকে চালিত করে। শিখন কাজের উদ্দেশ্য কাঠামোগত, কার্যকারিতামূলক ও পদ্ধতিগত হতে পারে। শিক্ষামূলক কাজ বা task এর লক্ষ্য হচ্ছে কৃতকার্যতা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী অথবা উভয়ে কাজটি সম্পাদনের উদ্দেশ্য কি, কি উপায়ে করা প্রয়োজন – ইত্যাদি কৃতকার্যতাকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করেন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের স্তর নিরূপণেও সাহায্য করে। যে কোন শিক্ষার বিষয়বস্তুকে উদ্দেশ্যমুখীন শিক্ষামূলক খেলায় রূপান্তর করে শিক্ষার্থীর কাছে তা সহজ ও আনন্দময় করে তোলা যায়। শিক্ষক শিক্ষাকাজকে যত উদ্দেশ্যপূর্ণ করবেন, লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করবেন, শিক্ষার্থীর কার্যসম্পাদনার সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে এবং শিক্ষকের মূল্যায়ণ কাজ ও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. কার্যকারিতামূলক উদ্দেশ্য হচ্ছে –
   ক. কাজের যুক্তিসঙ্গত অবস্থান ব্যাখ্যা
   খ. কাজ সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা
   গ. কাজ শেখার উপায় ব্যাখ্যা
   ঘ. ধারণা পর্যালোচনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা

২. দুর্বলচেতা শিক্ষার্থীর জন্য লক্ষ্য অর্জনের মান কি রকম হওয়া উচিত?
   ক. চ্যালেঞ্জিং
   খ. ঝুঁকিপূর্ণ
   গ. নিচুস্তরের
   ঘ. কঠিন স্তরের

পাঠ ৩.৩ শিক্ষামূলক খেলা
[Educational Game]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বিভিন্ন বিষয়ের উপর খেলা আবিষ্কার করতে পারবেন।
- খেলার ডিজাইন করার সময় কি কি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

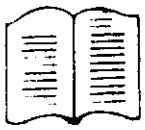

শিক্ষামূলক খেলা

অংকের খেলা

দু'জন থেকে আটজন পর্যন্ত এ খেলায় অংশ নিতে পারে। একজন স্কোর রক্ষক হিসাবে কাজ করবে।

খেলার জন্য ১০০টি কার্ড নিন। প্রতিটি কার্ডে একটি করে গণিতের সমস্যা (অংক) থাকবে। কার্ডের বাঁদিকের উপরের কোনে অংকের সমস্যাটি থাকবে। আর ডানদিকের নিচের কোনে ১-৫ পর্যন্ত সমস্যার শুদ্ধ সমাধানের মূল্যমান থাকবে। খেলার জন্য আরও প্রয়োজন তিন মিনিটের একটি বালির টাইমার অথবা ঘড়ি, কাগজ, পেন্সিল, ব্যক্তিগত এবং দলগত স্কোরপ্যাড।

কার্ডগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে স্তুপ করে রাখুন। স্কোর রক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থী খেলোয়াড়কে পাঁচটি করে কার্ড দেবেন। কার্ডগুলো উল্টো অবস্থায় থাকবে। স্কোর রক্ষক টাইমার শুরু করে দিলে খেলোয়াড় তার সমস্যাগুলো দেখে অংকের সমাধান করতে আরম্ভ করবে। যেগুলোতে বেশি পয়েন্ট পাওয়া যাবে সেগুলো আগে করতে পারবে। কাগজ কলম ব্যবহার করবে। ক্যালকুলেটার ব্যবহার করা যাবে কি না সে সিদ্ধান্ত খেলা আরম্ভের আগে নিতে হবে। সময় শেষ হওয়ার আগে পাঁচটি সমস্যারই সমাধান হয়ে গেলে স্তুপ থেকে উপরের কার্ডটি তুলে নেবে। এভাবে যতক্ষণ সময় শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ একটি একটি করে কার্ড শেষ করে নতুন কার্ড নিতে পারবে। স্কোর প্যাডে সমস্যার নম্বরের সঙ্গে উত্তরটি লিখে রাখতে হবে।

টাইমারের তিন মিনিট শেষ হয়ে গেলে স্কোর রক্ষক খেলা সমাপ্তির ঘোষণা দেবেন। এখন প্রতিটি খেলোয়াড় তার কষা অংকের নম্বর ও সেটার উত্তর জোরে পড়বে। স্কোরের উত্তরপত্র (answer key) দেখে বলবেন সে কোন পয়েন্ট পেয়েছে কি না এবং পেলে কত পেয়েছে। স্কোরের বা যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তার শুদ্ধ উত্তরের হিসাব দেখতে চাইতে পারেন। যদি অংকটি মেলানোর হিসাব দেখাতে না পারে তবে তার পয়েন্ট বাতিল বলে গণ্য হবে। শুদ্ধ সমাধানের জন্য অর্জিত পয়েন্ট, প্রথম ৫টি কার্ডের প্রতি ভুল উত্তরের জন্য –২ পয়েন্ট এবং স্তুপ থেকে নেওয়া অতিরিক্ত কার্ডের প্রতি ভুলের জন্য –৫ পয়েন্ট ধরে তার স্কোর হিসাব করা হবে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট প্রাপ্তকে অতিরিক্ত ৫ পয়েন্ট দেওয়া হবে। যে প্রথমে মোট ১০০ স্কোর অর্জন করতে পারবে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

ভাষার খেলা

অনেকে মিলে এই খেলাটি খেলতে পারেন।

খেলার সরঞ্জাম – ৩"×৫" মাপের সাদা, হলুদ, নীল, গোলাপী ও সবুজ রংয়ের কার্ড। কার্ডগুলোতে ছোট গল্প, চিঠি, কবিতা, রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদির ছোট অনুচ্ছেদ বা অংশ বিশেষ টাইপ করা থাকবে। এই অনুচ্ছেদগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ভুল থাকবে। সাদা কার্ডে শুধু বানান ভুল, হলুদ কার্ডে ব্যকরণগত ভুল, নীল কার্ডে যতি চিহ্নের ভুল, গোলাপী কার্ডে বাক্য কাঠামো ভুল এবং সবুজ কার্ডে সব ধরনের ভুলের মিশ্রণ থাকবে। প্রতি রংয়ের কার্ডের ডানদিকের উপরের কোণে ক্রমিক নম্বর লেখা থাকবে।

কার্ডের রংয়ের সাথে মিল রেখে ঐ রংয়েরই উত্তর কার্ড তৈরি করা হবে। ওগুলোতে ভুলের সংশোধনগুলো লাল কালিতে লেখা থাকবে। উত্তর কার্ডের এক কোণে ঐ কার্ডের ভুলের সংখ্যা লিখে রাখুন। নম্বর চিহ্নিত করে ওগুলো একটি বাক্সে সাজিয়ে রাখুন।

ওয়ার্কশীট, স্কোরপ্যাড, রেফারেন্সবই, ডিকশনারী, টাইমার ও একজোড়া ছক্কা এ খেলার জন্য প্রয়োজন।

কার্ডগুলোকে মিশিয়ে উল্টো করে টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখুন। এক জোড়া ছক্কা ছুড়ে যার সবেচেয় বেশি হবে সে প্রথম প্রতি রং-এর একটি করে কার্ড তুলে নেবে। দক্ষিণাবর্তে (clock-wise) একের পর এক সবাই ৫টি করে কার্ড তুলে নিলে পাঁচ মিনিটের জন্য টাইমার চালু করে দেওয়া হবে। একটির বেশি কার্ড কেউ একসঙ্গে উল্টানো অবস্থা থাকে সোজা করতে পারবে না। ওয়ার্কশীটে সংশোধনটি লিপিবদ্ধ করতে হবে। রেফারেন্স বই ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে। একটি কার্ডের সকল ভুল সংশোধন করে এটি উল্টে রাখতে হবে। পুনঃ পরীক্ষার জন্য ঐটি আর তোলা যাবে না। পরবর্তী কার্ড নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে ৫টি কার্ডের কাজ শেষ হয়ে গেলে টেবিল থেকে একবারে একটি করে কার্ড আবার সে বেছে তুলতে পারবে। সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবাই খেলা বন্ধ করবে। যারা খেলায় অংশ নেয় নাই তারা বক্স থেকে উত্তর কার্ডগুলো বের করে নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ওয়ার্কশীট মিলিয়ে তাদের স্কোর হিসাব করবে। প্রতিটি ভুলের সঠিক সংশোধনের জন্য ১ পয়েন্ট, ভুল উত্তরের জন্য –২ পয়েন্ট এবং অসংশোধিত ভুলের জন্য –১ পয়েন্ট হিসাবে স্কোর গণনা করা হবে। গণনা শেষ হলে প্রথম রাউন্ড খেলা শেষ। এবার দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু। দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রথমে যে খেলা আরম্ভ করেছিল তার দক্ষিণে যে আছে সে খেলা আরম্ভ করবে। দ্বিতীয় রাউণ্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – এবার আর পাঁচ রং-এর ৫টি কার্ড নয়, ইচ্ছেমত যে কোন ৫টি কার্ড তোলা যাবে। এই খেলার লক্ষ্য হচ্ছে বানান, যতি চিহ্ন, ব্যকরণ, বাক্য কাঠামো ও মিশ্রভুল – প্রতিটি শ্রেণীর জন্য +২০ অথবা বেশি স্কোর অর্জন করা। এই লক্ষ্যে পৌছালে একজন বিজয়ী হবে। একই রাউণ্ডে অনেকে লক্ষ্যে পৌছালে সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপককে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

এভাবে শিক্ষক বিভিন্ন রকমে বিভিন্ন বিষয়ের খেলা পরিকল্পনা করতে পারেন। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের জন্য খেলা পরিকল্পনা করা শিক্ষকের জন্য খুবই সুবিধাজনক।

শিক্ষামূলক খেলার ডিজাইনে বিবেচ্যদিক

শিক্ষামূলক খেলাধুলার জন্য কিছু নিয়মনীতি মেনে চলা প্রয়োজন। শিক্ষক যখন খেলার ডিজাইন করবেন তখন নিচের সুপারিশগুলো তাকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

- 'সফলতা' বা 'বিজয়' – খেলায় যাই চাওয়া হোক না কেন, তা সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত থাকবে। মূল্যায়ণ পদ্ধতি, স্কোর দেওয়ার নিয়ম কানুন ইত্যাদি খুব স্পষ্ট ও বিতর্কাতীত হতে হবে।
- সবাই খেলায় যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে রকম নিয়ম তৈরি করুন। একজন যখন খেলছে তখন অন্যরা অলস বসে আছে – এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ার ব্যবস্থা নিন।
- খেলার পুনরাবৃত্তি উৎসাহিত করতে পারেন। পুনরাবৃত্তি পূর্বের ভুলত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করে।
- কম মূল্যের এবং স্থায়ী জিনিষ খেলার জন্য ব্যবহার করুন, তাহলে তারা বাড়িতে ও তা ব্যবহার করতে পারবে।
- খেলার জন্য রকমারী জিনিষ ব্যবহার করুন। যেমন- কার্ড, ডাইস বা ছক্কা, সময় নির্দেশক বা টাইমার, খেলার বোর্ড, পয়সা ইত্যাদি।

- বিভিন্ন রকমের চিত্তকর্ষক পদ্ধতি ব্যবহার করুন। যেমন- বাজি, পেনাল্টি, বোনাস পয়েন্ট, এ্যাওয়ার্ড বা ট্রফি দেওয়া, সহখেলোয়াড় ও টিম নির্বাচন ইত্যাদি।
- চিন্তাহীন অনুমান এবং যত্নহীন কাজের অভ্যাস বিকাশকে প্রাথমিকভাবে পেনাল্টি পয়েন্ট ব্যবহার করে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করুন।
- বিভিন্ন সময় মানের খেলার ব্যবস্থা করা যায়। যে সমস্ত খেলা সহজে স্থগিত রাখা যায় এবং পুনরায় ঐ পর্যায় থেকে আরম্ভ করতে অসুবিধা হয় না – সে সব ধরনের খেলার ব্যবস্থা করা ভালো।
- বিভিন্ন সংখ্যক খেলোয়াড়ের জন্য খেলার ডিজাইন করুন। একক শিক্ষামূলক খেলা ও অবহেলা করবেন না।
- পর্যায়ক্রমিকভাবে খেলার জন্য খেলার প্যাকেজ তৈরি করুন।
- এমনভাবে খেলা তৈরি করুন যেন শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করেও খেলা যায়। যেমন- গণিতের ফ্লাশ কার্ড বদলে অন্য বিষয়ের কার্ড ব্যবহার করা যায়।

চিত্র ৩-৩.১ হস্তাক্ষর বা রচনামূলক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

সারমর্ম ঃ অংক ও ভাষা শিক্ষার উপর দুটি খেলার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক এগুলোর অনুসরণে সকল বিষয়ের জন্য বিভিন্ন খেলা ডিজাইন করতে পারবেন। খেলা ডিজাইন করার সময় উদ্দেশ্য, মূল্যায়ন পদ্ধতি, সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, কম মূল্যের রকমারী খেলার সরঞ্জাম ও বিভিন্ন আনন্দদায়ক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। একক ও বিভিন্ন সংখ্যক খেলোয়াড়ের জন্য প্যাকেজ তৈরি করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বর্ণিত অংকের খেলায় কোন জিনিষটির প্রয়োজন নেই?
   ক. ১০০ টি কার্ড
   খ. বালির টাইমার
   গ. ঘড়ি
   ঘ. গণিত বই

২. খেলা ডিজাইন করার কাজে কোন বক্তব্যটি সঠিক নয়?
   ক. খেলার জন্য মূল্যবান জিনিষ প্রয়োজন
   খ. সকলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে
   গ. পেনাল্টি, বোনাস পয়েন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রয়োজন
   ঘ. চিন্তাহীন অনুমান নিরুৎসাহিত করা আবশ্যক

পাঠ ৩.৪ শিক্ষণীয় কাজ উপস্থাপনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত সৃষ্টি [Considering the Task Setting]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষণীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষিত (setting) তৈরির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যে কোন একটি শিক্ষামূলক কাজের (যেমন, ম্যাপ-পড়া) উপস্থাপনার জন্য গতানুগতিক প্রেক্ষিত ব্যতীত আরও কি কি setting এর ব্যবস্থা করা যায় তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- স্বল্প ব্যয়ে পরিচালনা করার মত task setting -এর প্রস্তাবের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- যে কোন একটি প্রস্তাবের উপর কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত করে কার্যকর শিক্ষার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবেন।

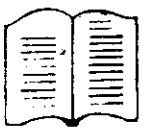

শিক্ষণীয় কাজ উপস্থাপনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত সৃষ্টি

বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে কার্যকরী করার জন্য এবং বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করার জন্য শিক্ষককে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষণীয় কাজের পরিকল্পনা, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রেক্ষিত (setting) তৈরি করা।

উপস্থাপনের নানাবিধ প্রেক্ষিত উদ্ভাবন

কিভাবে শিক্ষক কাজ দেবেন, কাজের পরিকল্পনায় কি কি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ভাবনা করবেন। শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করতে হলে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব সুষ্ঠু প্রেক্ষিতে কাজের উপস্থাপনা করা।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী বিভিন্ন ভাবে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে থাকে। তাদের গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির ধারণা (concept) আয়ত্ত্ব করতে হয়, লেখার দক্ষতা অর্জন করতে হয়, যুক্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়া, কথা বলার কৌশল ও বিভিন্ন পেশীজ দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সকল গ্রেডের ছেলেমেয়েদের জন্যই বিভিন্ন মাত্রায় এগুলো হচ্ছে অর্জনীয় লক্ষ্য। এগুলো শেখানোর জন্য শিক্ষকরা গতানুগতিকভাবে ম্যানুয়েল, পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক – এসবের উপর নির্ভর করেন। এসব শিক্ষা সামগ্রী থেকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন অনুশীলনী ব্যবহারের জন্য চিহ্নিত করে নেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরনের নির্ভরশীলতা উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য খুব সহায়ক নয়। শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন সামগ্রী মূলত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৈরি। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল সামগ্রীর প্রস্তুতকারকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্নমুখী আগ্রহ, অনুরাগ, পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদি বিবেচনা করেই এসব সমাগ্রী প্রস্তুত করেন। কিন্তু তারা তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিকরণ করতে পারেন না। যেমন- গণিতের সমস্যা হতে পারে মোটর সাইকেলের গতি, যাত্রাদলের চমকপ্রদ পোষাকের খরচ, কুস্তীগীরদের তুলনামূলক ওজন ও উচ্চতা অথবা কোণ আইসক্রিম কেনার পর ফেরত পাওয়া টাকার হিসাব। এই সমস্ত সমস্যায় গণিতের হিসাব শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসাহ অনুরাগ সৃষ্টিকারী প্রেক্ষিতেই করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু তবুও শিখন বাড়ানোর জন্য এবং অনুশীলনী সমৃদ্ধ করার জন্য এটা যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে যে যে কাজে জড়িত তাকে কেন্দ্র করে যদি গণিতের সমস্যা সৃষ্টি করা যায় তবেই অধিকতর সুফল লাভের আশা।

মানচিত্র পড়া

প্রাথমিক পর্যায়ের ওয়ার্কবুকে যে মানচিত্র পরিচিতি থাকে তাতে সাধারণত পার্ক, চিড়িয়াখানা আইসক্রিমের দোকান, খেলার মাঠ, স্কুল, সাতারের জায়গা ইত্যাদি চিহ্নিত থাকে। এগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যধিক আনন্দ আর আগ্রহের -- এই ধারণা থেকেই করা হয়েছে। এগুলো একটি গড় সাধারণ পরিবেশের সাধারণ ছেলে মেয়েদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের জন্য এগুলো কঠিন কাজ আর অনেক অগ্রসর ছেলেমেয়ের জন্য অতি সাধারণ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মানচিত্র পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য এর চেয়ে অধিক প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি নির্বাচন করতে পারলে সেটা বেশি উপকারী বলে প্রতীয়মান হবে।

মানচিত্র পড়ায় নতুন প্রেক্ষিত

শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে মানচিত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন আনন্দদায়ক ও কৌতুহল উদ্দীপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। যেমন- শহরের উত্তরাঞ্চলের একজন ছাত্রের বাড়ি হতে দক্ষিণাঞ্চলের একজন বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার বাস ও বাসরুট বের করা অথবা একজন শিক্ষার্থীর নিজ শহর হতে পাশ্ববর্তী শহরে যাওয়ার বিভিন্ন রুট আবিষ্কার করা। এছাড়া আরও কাজের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। যেমন- শুক্রবার সকালে মোটরবাইকে করে কোন পথে কোন শহরে যাওয়া যেতে পারে অথবা স্কুলের একটি বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করা যাতে স্কুলের সবকিছুর অবস্থান চিহ্নিত করা হবে। সেই স্কুল চিত্রটি স্কুল বিল্ডিং এর সম্মুখ দরজার ভেতরে বুঝিয়ে রাখা হবে। ম্যাপ আঁকার নমুনা হিসাবে পৌর কর্পোরেশন থেকে শহরের মানচিত্র নেওয়া যেতে পারে। যেসব মানচিত্রে বাসের রুট, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গাসমূহ, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থান, মার্কেট, স্কুল অফিস ইত্যাদি চিহ্নিত আছে – এমনি ধরনের মানচিত্র তাদের জন্য প্রয়োজন। মানচিত্র পড়ার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে কিনা যাচাই এর জন্য কুইজ হিসাবে স্থানীয় মানচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

আগ্রহ অনুরাগভিত্তিক প্রেক্ষিত

শিক্ষক কাজটি কিভাবে করবেন, কাজটি কিভাবে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেড়ে যাবে, কিভাবে কাজটির প্রতি শিক্ষার্থীর মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারবেন ইত্যাদি ব্যাপারে তাকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। যে শিক্ষক পৃথিবীর দিকে তার নিজের চোখে নয়, শিক্ষার্থীর চোখ দিয়ে তাকান তিনি কাজটি অনেক কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীর ভাললাগা, আগ্রহ, অনুরাগ, পছন্দ বুঝে নিয়ে শিক্ষককে শিক্ষণীয় কাজের উপস্থাপনা করতে হবে। যে taskই তিনি শিক্ষার্থীকে দিন না কেন, তার setting যদি তাদের আগ্রহ না জাগায়, কৌতুহলী করে না তুলে তাহলে তিনি স্কুল কার্যক্রমকে কার্যকর করতে পারবেন না।

শিক্ষার্থীর কাছে প্রসাঙ্গিকীকরণের জন্য শিক্ষণীয় কাজকে উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় setting এ উপস্থাপনা করে তাদের আগ্রহ ও অনুরাগভিত্তিক করতে হবে। সেজন্য কাজের পুনর্বিন্যাস করতে হবে বার বার। তবে এর মানে এই নয় যে শিক্ষাক্রমকে কম গুরুত্ব দেওয়া হবে বা মৌলিক দক্ষতা অর্জনের গুরুত্বকে অবহেলা করা হবে।

উচ্চ শ্রেণীতেও প্রেক্ষিতের নতুনত্ব প্রযোজ্য

আমরা যখনই শিক্ষায় setting এর কথা বলি তখন তা যে শুধু ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য - তা নয়। উঁচু শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রে ও এটি একটি বিশেষ উপাদান হিসাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অনেক শিক্ষার্থী এবং শিখনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় উপস্থাপনার পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতের মিল শিখন সঞ্চালনে সাহায্য করে। তাছাড়া পরিচিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতে যে কোন জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করে সে অন্যজন যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত পরিবেশে সেই একই জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি সেই জ্ঞান বা দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে।

ব্যয় প্রসঙ্গ

উপস্থাপনার জন্য বিভিন্ন setting এর ব্যবহার যে শিখনের সহায়ক এই নীতি সব শিক্ষকই বিশ্বাস করেন। কিন্তু উপস্থাপনের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষিত তৈরি করতে যে সময় এবং অর্থ ব্যয় হয় সেটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেন। যে প্রাসঙ্গিক setting এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তার খরচের তুলনায় কি তার উপযোগিতা ও ফলাফল বেশি হয়েছে? শিক্ষামূলক বিভিন্ন উপস্থাপন প্রেক্ষিতের অধিকতর ব্যয় অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা আবার আমাদের সেই মানচিত্র পড়ার দৃষ্টান্তটা দেখি। ওয়ার্কবুকে মানচিত্র পড়ার যে অনুশীলনী আছে সেগুলোর বিভিন্ন আইটেমের উত্তর দেওয়ার যে কোন একটি পাঠ অতি সহজে ও কম সময়ে পরিচালনা করা যায় এটি সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু পূর্বে আমরা মানচিত্র পড়ার অন্যান্য যে সমস্ত নতুন প্রেক্ষিতের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো পরিচালনা করা অবশ্যই অধিকতর কঠিন ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে নতুন নতুন প্রেক্ষিত (setting) ব্যক্তিকরণের ফলে শিখনে স্থায়িত্ব আসে ও শিখন সঞ্চালন ঘটে।

অবশ্য সব সময়ই যে উপস্থাপনার নতুন নতুন প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষিত সৃষ্টি ব্যয়বহুল হবে সেটা মনে করাও সঠিক নয়। অনেক সময়ই শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আমরা স্বল্প ব্যয়েও করতে পারি। উৎসাহী এবং উদ্ভাবনা শক্তি সম্পন্ন শিক্ষকরা বৈচিত্র্যময় শিক্ষামূলক setting নির্বাচন করতে চান এবং সব সময়ই যে সমস্ত প্রেক্ষিতের মানোন্নয়ন করতে চান। কিন্তু ব্যায়ের কথা চিন্তা করে অনেক সময় তারা নতুন প্রেক্ষিতের ব্যবস্থাপনায় ইতস্তত করেন। নিচে স্বল্প ব্যয়ে পরিচালনা সম্ভব এমন কিছু নতুন নতুন উপস্থাপনার প্রেক্ষিতের প্রস্তাব করা হল ঃ

স্বল্প ব্যয়ে প্রেক্ষিত তৈরির নমুনা

- স্থানীয় পত্রিকা যারা বের করেন তাদের ছাত্রদের জন্য একটি সম্পাদনা বিভাগ রাখার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। অনেক পত্রিকায়ই সেই ব্যবস্থা করা সম্ভব। সংবাদ উপযোগী বিষয়বস্তু লেখা ও পড়ার ব্যাপারে এটা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবে। সম্পাদকীয় লেখার মান ও এর বিশেষত্ব চিহ্নিত করে তাদের সাহায্য করা যায়। এই মান নির্ণয় ও বিশেষত্ব যাচাই ইত্যাদি মূল্যায়নমূলক কাজের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের কমিটি গঠন করে তাদের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

- সফট বল, ফুটবল ইত্যাদি খেলার ধারবিবরণী পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ বর্ণনায় উৎসাহিত করা যায়। এগুলো রেকর্ড করে রাখা যায়। এই রেকর্ডগুলো পরবর্তীতে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা, ব্যাকরণ, কৌশল, নিরপেক্ষতা এবং সঠিকতা/যথার্থতা বিচারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। খেলার দলীয় ও ব্যক্তিগত স্কোর পরিসংখ্যান রেকর্ড করে রাখলে গণিত ক্লাশের বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- চারু ও কারুকলার অনেক প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় হাসপাতলগুলোতে রোগীদের জন্য, নার্সিং হোমে বৃদ্ধ নাগরিকদের জন্য অথবা স্কুলের প্রবেশপথে ও ক্লাশরুমে দেওয়াল ও বুলেটিন বোর্ডের সাজ সজ্জা পুনর্বিন্যাসের জন্য এসব কাজের প্রজেক্ট নেওয়া যেতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত ও সম্পাদিত সঙ্গীত ও নাট্য বিষয়ক কার্যকলাপ ছুটির দিনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও মহল্লায় মহল্লায় প্রদর্শিত হতে পারে।

- ছোট শিক্ষার্থীদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পত্রালাপে ও লেখনী বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহিত করা যায়। তাদের ধীরে ধীরে কঠিন ও বড় শব্দ ব্যবহারে এবং চিঠি পড়তে ও শুদ্ধ বানান লিখতে সাহায্য করা যায়। ভূগোলে যখন তারা যেসব নতুন জায়গার কথা পড়ে সে সব জাযগার স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে পত্রলেখা কাজের যোগাযোগ করে দেওয়া যায়।

- বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের প্রতি ছোট ছেলেমেয়েদের আগ্রহ দেখা যায়। এগুলো দেখতে ও পড়তে তাদের উৎসাহিত করা যায়। এতে নতুন নতুন জিনিষ দেখা ও নতুন শব্দ জানা ও বানান শেখা হয়। যেমন- শিক্ষক অথবা পিতামাতা কোন বিজ্ঞাপনের সবগুলো শব্দ শেখা হয়ে গেলে সেই বিজ্ঞাপনের জিনিষ অথবা অন্য কিছু তাদের দেবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন।

- খণ্ডকালীন কাজ পাওয়া ও করা স্কুলের উঁচু ক্লাশের শিক্ষার্থীদের জন্য এক বিরাট আগ্রহ ও গুরুত্বের ব্যাপার। এ সমস্ত কাজ তাদের শিখন সহায়ক চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। শিক্ষার্থীদের নিজেদের জন্য "কম চাই" বিজ্ঞাপন প্রচার করা ও বিতরণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। এ সমস্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার পূর্বে এর উপর আলোচনা করতে হবে। চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য কি কি, রেফারেন্সের গুরুত্ব কি, প্রতিবেশি ও শিক্ষকদের রেফারেন্স পাওয়া, বিভিন্ন কাজের দক্ষতা অর্জন, নিয়োগপ্রাপ্ত ও নিয়োগক এর কাজে সন্তুষ্টি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা পূর্বাহ্নেই করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক কাঙ্খিত গুণাবলী বিকাশে এ ধরনের কার্যাবলী বিশেষ অবদান রাখে। সাধারণত এর ফলে নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, আদব কায়দা, সততা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়ে থাকে।

স্কুলের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে। সে সমস্ত প্রকল্পে একটি উপাদান হিসাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মূল্যায়নে নিয়োগক, অভিভাবক ও প্রতিবেশিরা শিক্ষার্থী-কর্মী সম্পর্কে তাদের মতামত ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। শিক্ষার্থী-কর্মীদের জন্য তাদের সুপারিশ ও অন্যান্য নির্দেশনা ও রাখতে পারেন।

- শিক্ষার্থীদের বিনিয়োগকারী ক্লাবের মাধ্যমে তাদের সুদকষা অংক চর্চা করার ব্যবস্থা হতে পারে। এ সমস্ত ক্লাব কিছু টাকা বিনিয়োগ করবে কোন বিদেশী গাড়ি প্রস্তুতকারণ কোম্পানি অথবা স্থানীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা কোন খাদ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে। এখন শিক্ষার্থীদের তাদের লাভ ও ক্ষতির হিসাব করতে এবং সেগুলোকে মোট টাকায় এবং শতকরা হিসাবে প্রকাশ করতে দিতে পারা যায়। এছাড়া বিভিন্ন দিনের লাভক্ষতির অনুপাতের তুলনা করতে পারে। বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যেও এই তুলনামূলক কাজ চলতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা যারা বিভিন্ন ছোটখাট কাজ করে যেমন- পত্রিকা বিলি করা, খাবার দোকানে কাজ করা, লন পরিষ্কার করা, দোকানের হিসাব রাখা, ছোট শিশুদের দেখাশুনা করা ইত্যাদি কাজে পয়সা উপার্জন করে তাদের টাকা পয়সার হিসাব শ্রেণীকরণ করতে দেওয়া যায়। পারিশ্রমিক কত, বখসিস কত, কত ঘন্টা সময় সে কাজে ব্যয় করতে হয়েছে এবং কাজে আসা যাওয়ায় কত ব্যয় হয়েছে ইত্যাদি হিসাব নিকাশ করতে দেওয়া যায়। এই সমস্ত বাস্তবভিত্তিক হিসাবের ভিত্তিতে অংকের ক্লাশে অধিকতর জটিল অংকের অবতারণা করা যাবে।

  এ ছাড়া এইসব ছোটখাট কাজের থেকে প্রতি ঘন্টায় কত লাভ হচ্ছে তার হিসাব করতে পারবে। বিভিন্ন কাজের ভালমন্দ নিয়ে বিতর্ক করতে পারবে। বিভিন্ন কাজের কর্ম পরিচয় (job description) বিস্তারিতভাবে লিখতে পারবে। কিশোর কর্মীদের জন্য সুপারিশমালার ম্যানুয়েল তৈরি করতে পারবে।

এই প্রস্তাবগুলো বিবেচনার সময় মনে রাখবেন যে শিক্ষামূলক প্রেক্ষিতসমূহ শিক্ষার লক্ষ্য নয়। বরঞ্চ এগুলো হচ্ছে কিভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তু অধিক কার্যকরভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তার পন্থা মাত্র।

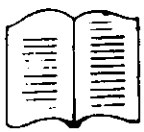

সারমর্ম ঃ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে কার্যকর করার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপনের উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় প্রেক্ষিত বা setting তৈরি করা অপরিহার্য। ধারণা, জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি সবকিছু আয়ত্ত্ব করার জন্যই এর প্রয়োজন। শিক্ষকরা গতানুগতিক ম্যানুয়েল, পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক ইত্যাদির উপর নির্ভর না করে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে নানা আকর্ষণীয় ও অর্থবহ প্রেক্ষিত (setting) তৈরি করে কার্যকর শিক্ষাদানে সচেষ্ট হবেন। এ প্রচেষ্টা আগ্রহ ও অনুরাগভিত্তিক হতে হবে। setting এর ব্যবস্থা শুধু ছোটদের নয়, বড়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উপস্থাপনের প্রেক্ষিত ও পরিস্থিতির মিল শিখন সঞ্চালনে সাহায্য করে। পরিচিত প্রেক্ষিতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যবহার বেশি হয়। অনেক সময় মনে করা হয় নতুন নতুন setting তৈরি অনেক খরচের ব্যাপার। কিন্তু আসলে অনেক অল্প খরচে নতুন setting সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে নমুনা স্বরূপ কিছু setting এর উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সব সময় মনে রাখতে হবে এগুলো হচ্ছে কার্যকর শিক্ষা দেওয়ার পন্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার প্রেক্ষিত হবে –
   ক. ওয়ার্কবুক
   খ. নতুন নতুন প্রেক্ষিত
   গ. পাঠ্যপুস্তক
   ঘ. ম্যানুয়েল

২. প্রাথমিক পর্যায়ের ওয়ার্কবুকের মানচিত্র পরিচিতি কোন্ ছেলেমেয়েদের উপযোগী?
   ক. গড়-সাধারণ
   খ. অনগ্রসর
   গ. অতি অগ্রসর
   ঘ. অতি অনগ্রসর

৩. উপযুক্ত প্রেক্ষিতে শিখনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কোন্‌টি?
   ক. শিখন সঞ্চালন হয়
   খ. শিখন স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়
   গ. শিখন অবান্তর হয়
   ঘ. শিখন ব্যবহার উপযোগী হয়

পাঠ ৩.৫ শিক্ষায় অঙ্গীকার ও একাত্মতা ঃ শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার ও একাত্মতা [Eliciting Commitment : Student Commitment]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার আদায়ের জন্য কি কি কাজ করতে হবে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কি কি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীদের অংশীদারিত্ব অপরিহার্য তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার আদায়ে সহযোগিতামূলক নিয়ম নীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষা কার্যক্রমে নির্বাচনের সুযোগ থাকলে তা কিভাবে অঙ্গীকার আদায়ে সাহায্য করে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা কার্যক্রমে নির্বাচনের সুযোগ থাকলে কিভাবে তা শিক্ষার্থীকে অধিক সম্পৃক্ত করে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যাশা কিভাবে অঙ্গীকার আদায় করে তা বলতে পারবেন।
- চিন্তা-প্রক্রিয়া যে শিক্ষা অঙ্গীকারের একটি উপাদান তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার ও একাত্মতা

শিক্ষা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কিসের উপর নির্ভরশীল? এ প্রসঙ্গে আসে সম্পৃক্ততা বা অঙ্গীকার এর কথা। একজন শিক্ষক, তিনি যত শ্রেষ্ঠই হোন না কেন, তিনি শিখনের নিশ্চয়তা দিতে পারেন না কিন্তু সকল শিক্ষকই শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার আদায় করে নিতে পারেন। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ শুধু শ্রেণীকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। শ্রেণীর বাইরে ও তার ব্যাপ্তি। আর সেখানেই শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, সমাজের সকল সদস্য – সকলের প্রতিশ্রুতি ও সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্ব

শিক্ষার্থীর কাছে অর্থপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ যদি উপযুক্ত প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা হয়, যদি সে কাজ শিক্ষার্থীর কাছে অধিক মাত্রায় প্রাসঙ্গিক হয়, তবে অবশ্যই তা আংশিক হলেও শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার বা একাত্মতা অর্জনে সক্ষম হবে। এই অঙ্গীকার আমরা বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতে পারি। শিক্ষার্থীকে অধিক পরিমাণে কাজ নির্বাচনের সুযোগ দিয়ে, ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে কাজের সহযোগিতার ব্যবস্থা করে, যে কোন অর্পিত কাজে তারা কতটুকু ভালোভাবে সে কাজ সম্পাদন করবে বলে আশা করে তা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পূর্বেই বুঝে নিয়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার বা একাত্মতা নিশ্চিত করতে পারি।

অঙ্গীকার আদায়ের শর্ত

কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীদের অংশীদায়িত্ব অপরিহার্য। যেমন-

- শ্রেণীকক্ষের আচরণ কি রকম হবে তা নির্ধারণ। শ্রেণীকক্ষে গ্রহণযোগ্য ও বর্জনীয় আচরণ নির্দিষ্টকরণ।
- শ্রেণী আচরণের নিয়মাবলী ভঙ্গের ফলাফল।
- শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের সদস্যপদের বর্ণনা ও এদের প্রতি শ্রদ্ধার মানদণ্ড নির্ধারণ।
- বিভিন্ন শ্রেণীকর্মীর যোগ্যতা।
- খেলাধুলার টীমের সদস্য হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী।

সহযোগিতা ভিত্তিক নিয়ম নীতি

স্কুলের নিয়মনীতির প্রতি শিক্ষার্থীদের একাত্মতা জ্ঞান অর্জনের জন্য যেমন তাৎপর্যময় তেমনি সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষক ও প্রশাসকরা স্কুলের জন্য নিয়মনীতি প্রণয়ন করে যখন শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেন তখন সেগুলো তারা অমান্য করে। অন্যদিকে যে সমস্ত নিয়মনীতি শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রণীত হয় অথবা যেগুলোতে অন্তত শিক্ষার্থীদের সম্মতি থাকে সেগুলো স্বেচ্ছায় তারা মেনে চলে।

নৈর্বাচনিক কার্যক্রম

শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যদি নির্বাচন করার মত অনেক কাজের ব্যবস্থা থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা সেগুলো থেকে কিছু কিছু নিতে ও কিছু বর্জন করতে পারে। যেমন- স্টাডি হল তারা ব্যবহার করতে

পারবে কি না, বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে তাদের অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ পেলে তারা বিভিন্নভাবে এ সমস্ত কাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত দক্ষতা সাধারণত যেখানে অনেক নৈর্বাচনিক সুযোগ আছে সে সব ক্ষেত্রেই অধিক পরিমাণে ঘটে থাকে। নিচে একটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী চুক্তির নমুনা উপস্থাপন করা হল। সাধারণত এটি জুনিয়র হাই স্কুলের ভাষা শিক্ষার কোর্সে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় কার্যাবলী নির্বাচন করতে এবং সাফল্যজনকভাবে সেটা সম্পাদনার পর কোন গ্রেড অর্জন করতে চায় তা নির্বাচন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ করার পর তা রেকর্ড করার ব্যবস্থা আছে। নির্বাচিত লক্ষ্যে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপারে এই রেকর্ড তাদের সাহায্য করে। প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জনে এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মনোযোগ, প্রচেষ্টা ও অঙ্গীকার বাড়িয়ে দেয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী চুক্তি – একটি উদাহরণ

এই কাজটি ভাষা-দক্ষতা অর্জনের তিনটি স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। উত্তম, ভালো ও মোটামুটি – এই তিনটি চাহিদা পরিপূরণ করলে যথাক্রমে গ্রেড A, B, C দেওয়া হবে। চাহিদার যে কোন একটি সেট যা পূরণ করার ইচ্ছা – তা বেছে নিয়ে তার পার্শ্বস্থিত বক্সে (☐) ("×") বসিয়ে দিন। এখন নির্বাচিত স্তরের প্রতিটি চাহিদার উপর কাজ করার সময় নাম্বারের বাঁদিকে একটি টিক চিহ্ন (✓) দিন। সেই কাজটি করার পর শিক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত হলে নাম্বারের ডানদিকে ✓ চিহ্ন দিন। কাজটি যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমোদিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেটার কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

উত্তম	ভাল	মোটামুটি
চাহিদা	চাহিদা	চাহিদা
কাজ	কাজ	কাজ
১	১	২
৩	৩	৩
৪	৫	৭
৬	৭	৯
৮	৮	১৩
১০	১১	
১২	১৩	

কাজের বর্ণনা

১. নিচের দুটো বেছে নাও —
   - বন্ধুকে তিনটি চিঠি লেখো।
   - দুটি ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠি লেখো।
   - "খাদ্য সংক্রান্ত আলাপ" নিয়ে এক সপ্তাহ ডায়েরী লেখো।

২. ১ নম্বরের যে কোন একটির উপর লেখ।

৩. যে কোন একটি —
   - "সকাল দশটায় গলির মুখে" – এই নামে একটি ছোট গল্প লেখ।
   - "অন্ধের কাছে স্পর্শই হলো দৃশ্য" – এই শিরোনামে একটি ছোট গল্প লেখো।

৪. যে কোন তিনটি —
   - একটি ছড়া।
   - একটি সনেট।

- বাড়ির সামনের মরে যাওয়া শিরিষ গাছের আত্মকথা।
- স্কুলের একটি সুখের স্মৃতি।

৫. ৪ নং থেকে যে কোন দুটি।

৬. প্রদত্ত গাইড লাইন অনুযায়ী দুটি বই-এর রিভিউ লেখো।

৭. একটি বই-এর রিভিউ লেখো।

৮. যে কোন দুটি —
- তোমার তিনটি জিনিষ বিক্রির একটি বিজ্ঞাপন।
- একটি আবহাওয়ার খবর যার সঙ্গে রসের মিশেল থাকবে।
- তোমার পক্ষ থেকে একটি "চাকরী চাই" বিজ্ঞাপন।

৯. ৮ নং থেকে যে কোন একটি।

১০. নিচের দুটি সম্পর্কে লেখো—
- ভালমন্দ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ৫টি চাহিদার বিজ্ঞাপনের তুলনা ও সমালোচনা।
- সাবান ও কোমল পানীয়ের কয়েকটি বিজ্ঞাপনের তুলনা ও সমালোচনা।

১১. ১০ নং থেকে যে কোন ১টি।

১২. যে কোন দুটি —
- টেলিভিশনে সন্ত্রাসের উপর একটি প্রতিবেদন।
- কিশোরদের কর্মসংস্থানের উপর একটি সম্পাদকীয়।
- বর্তমান সময়ে স্কুলের ভালমন্দের উপর একটি সম্পাদকীয়।

১৩. ১২ নং থেকে যে কোন ১টি।

এইভাবে যদি শিক্ষক কাজের পরিকল্পনা করেন, অবশ্যই তা শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা ও অঙ্গীকার আদায় করতে সমর্থ হবে।

প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার

একটি খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যদি কাউকে চূড়ান্ত বোলিং কত হবে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে অবশ্যই সে অনেক বেশি একাগ্রতার সঙ্গে প্রতিটি বল ছুড়বে। একটি চ্যাম্পিয়নশীপ খেলায় দুটি টীমের score সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করতে হলে, অবশ্যই তাদের সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানতে হবে। এভাবে দেখা যায় প্রত্যাশা প্রকাশের মধ্যে ও এক ধরনের অঙ্গীকার (commintment) নিহিত থাকে।

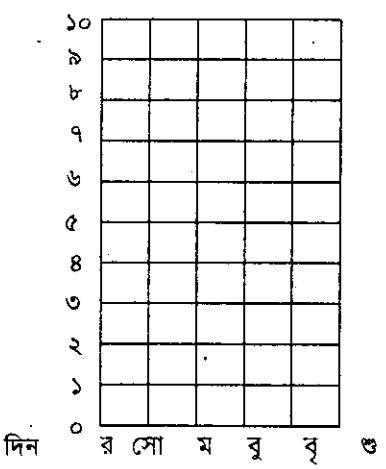

চিত্র ৩.৫-১ একটি রেকর্ড শীটে গণিতের কিছু কুইজের প্রত্যাশা এবং শিখন ফল রেকর্ড করা হয়েছে। প্রত্যাশার জন্য ভরাট বৃত্ত এবং প্রতিদিন কুইজে প্রাপ্ত ফলাফল খোলা বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

রেকর্ড শীটের ব্যবহার

শিক্ষার্থীরা তাদের প্রত্যাশা রেকর্ডশীটে উল্লেখ করলে এবং প্রতিদিনের শিখনফলের একটি দৃশ্যমান রেকর্ড তাদের সরবরাহ করলে সেটা শিক্ষার্থীর মধ্যে তার কাজ ও কর্ম সম্পাদনার মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে। বাড়িতে অথবা স্কুলে যখন গণিতের অনুশীলনী করছে, তখন শিক্ষার্থী তার আগামীদিনের প্রত্যাশার বৃত্তের কথা ভাববে, আগামীদিনের সমস্যাগুলো কেমন হতে পারে পূর্বাহ্নেই চিন্তা করবে এবং গ্রাফের পূরণকৃতঅংশগুলো কল্পনায় দেখতে পাবে। এই যে চিন্তা প্রক্রিয়া এটাও শিক্ষার্থীর শিক্ষা-অঙ্গীকারের একটি উপাদান।

চিন্তা প্রক্রিয়া

শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত ও একাত্ম করার জন্য শিক্ষক এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবেন।

চিত্র ৩.৫-২ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি ও অঙ্গীকার নিশ্চিত করা যায়

সারমর্ম ঃ শিখন ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার ও একাত্মতার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার অর্জনে শিক্ষক নানাভাবে চেষ্টা করতে পারেন। উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ, উপযুক্ত প্রেক্ষিত, প্রাসঙ্গিক, নির্বাচনভিত্তিক, সহযোগিতাভিত্তিক, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্ব ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার নিশ্চিত করা যায়। প্রত্যাশা প্রকাশের মধ্যেও এক ধরনের অঙ্গীকার নিহিত থাকে। এছাড়া চিন্তা-প্রক্রিয়া ও শিক্ষার্থীর শিক্ষা – অঙ্গীকারের একটি উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার আদায়ের শর্ত –
   ক. কাজ নির্বাচনের যথেষ্ট সুযোগ
   খ. বাধ্যতামূলক নিয়মনীতি
   গ. সহযোগিতার অভাব
   ঘ. সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া

২. অঙ্গীকার বা একাত্মতা সৃষ্টিতে সহায়ক নয় –
   ক. প্রত্যাশা
   খ. চিন্তা-প্রক্রিয়া
   গ. উপযুক্ত শিখন প্রেক্ষিত
   ঘ. অপ্রাসঙ্গিকতা

পাঠ ৩.৬ শিক্ষায় অঙ্গীকার ও একাত্মতা ঃ পিতামাতা ও সমাজের অঙ্গীকার
[Eliciting Commitment :Parental and Community Commitment]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিশুর শিক্ষায় পিতামাতার অঙ্গীকার ও একাত্মতা বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পিতামাতার এই অঙ্গীকার বা সম্পৃক্ততা আদায়ের জন্য শিক্ষক কি কি ব্যবস্থা নিতে পারেন তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শিশুর শিক্ষায় সমাজের অঙ্গীকার ও সম্পৃক্ততা বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের অঙ্গীকার বা সম্পৃক্ততা আদায়ের জন্য কি কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

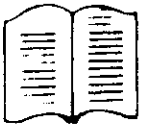

শিক্ষায় পিতামাতার অঙ্গীকার ও একাত্মতা (Parental Commitment)

অনেক সময় দেখা যায় পিতামাতা ছেলেমেয়েদের গতানুগতিকভাবে জিজ্ঞেস করেন – আজ স্কুলে তুমি কি কি করেছ? অথবা হয়ত মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড সই করে দিচ্ছেন অথবা ভাল গ্রেড পাওয়ার জন্য অনেক সময় পুরস্কারও দেন। আবার দেখা যায় যে শিশু স্কুলে শাস্তি পেয়েছে তাকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনার জন্যও তারা উৎসাহী। কিন্তু এ ধরনের কাজ দিয়ে পিতামাতার শিশুর শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকার ব্যাখ্যা করা যায় না এই অঙ্গীকার আরও অনেক গভীর; অনেক সম্পৃক্ত। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে শিশুর শিক্ষায় অনেক বেশি জড়িত হওয়াকে পিতামাতার অঙ্গীকার ও একাত্মতা বলে।

যে শিশুটি এইমাত্র ব্যাংকিং সম্পর্কে শিখলো, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাকে একটা চেক লিখতে অথবা একটা জমা দেওয়ার বই পূরণ করতে দিন। এমনকি শিশুটিকে একটা সঞ্চয় হিসাব খোলার জন্য উৎসাহিত করা যায়। যে ছেলেটি মানচিত্র পড়া শিখেছে পিতামাতা তাকে একটা ভ্রমণে পরিবারের নেভিগেটর হিসাবে কাজ করার জন্য বলতে পারেন।

আবার যে ছাত্রটি খাদ্যে পুষ্টি সম্পর্কে পড়েছে, যে পরিবারের এক সপ্তাহের খাদ্যের পরিকল্পনা করতে পারে। এই কাজে তাকে উপযুক্ত পুষ্টির কথা ভাবতে হবে, প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কিনতে হবে এবং খাদ্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে হবে। ছোট শিশু স্কুলে যাওয়ার আগেই শিখলো গাছ সূর্য এবং পানি থেকে কি পায়, তাকে কয়েকটি টব ও মটর বীজ দেওয়া যেতে পারে। সে তখন পিতামাতাকে ঐসব প্রাকৃতিক উপাদানের গুরুত্ব বুঝাতে পারবে। যে শিশুটি টেলিফোন দক্ষতা ও ভদ্রতা অর্জন করেছে, তাকে বাড়ির টেলিফোন রিসেপশনিস্ট নিযুক্ত করতে পারেন। যে তরুনটি ন্যায়নীতির ধারণা সম্বন্ধে পড়াশুনা করছে, তাকে পিতামাতা কোর্টে নিয়ে যাবেন স্থানীয় কোন আকর্ষণীয় মামলার হিয়ারিং অথবা রায় শোনার জন্য।

স্কুলের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধির জন্য বাড়ি থেকে অনেক কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। তবে যথাযথ কার্যক্রমের প্রস্তাব শিক্ষকদের পক্ষ থেকেই করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শিখনে পিতামাতার অংশগ্রহণে শিক্ষককেই উৎসাহ দিতে হবে। ছোটদের মত প্রাপ্ত বয়স্করাও দেখা যায় উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিক কাজে অনেক বেশি সাড়া দিয়ে থাকে। বাড়ির কাজ শিক্ষকরা যত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারবেন সে কাজগুলো তত সুচারু ও সঠিকভাবে সম্পাদিত হবে।

পিতামাতার একাত্মতা ও অঙ্গীকার আদায়ের জন্য বিশেষ এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক বাড়ির কাজ শিক্ষক পিতামাতাকে জানিয়ে দেবেন। শিক্ষক অভিভাবক কনফারেন্সে শিক্ষকরা বিভিন্ন কাজের সুপারিশ রাখতে পারেন অথবা শিক্ষক অভিভাবক সভায়ও ওগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের কর্মশিবিরেও বাড়ির জন্য কার্যকলাপ নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিছু কিছু নির্বাচিত কার্যকলাপ 'খেলা'র রূপেও পরিবেশন করা যায়। এসব কার্যক্রমের ফলাফল বা

ফীডব্যাক 'রেকর্ড', 'গ্রাফ' বা 'চার্টে' দেখানো যেতে পারে। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই একই সঙ্গে সেগুলো দেখতে ও আলোচনা করতে পারেন।

তবে বাড়ির কাজ বাধ্যতামূলক করা ভালো নীতি নয়। তাহলে অভিভাবকের অঙ্গীকার বা একাত্মতার উপর শিশুর সার্থকতা ও ব্যর্থতা একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াবে। এটা তখন অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সমস্যা বাড়িয়ে দেবে। সকল পিতামাতা তাদের সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে সমান আগ্রহী নন। অনেকে ছেলেমেয়েদের স্কুলের কাজে জড়িত হন না আবার অনেকে জড়িত হতে চান না। অনেক শিক্ষার্থীই অভিভাবকের মনোযোগ ও উৎসাহ পায় আবার এমন শিক্ষার্থীও পাওয়া যায় যারা পিতামাতার মনোযোগ না পাওয়ার মত অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে। সেজন্য শিশুর শিক্ষায় সর্বক্ষেত্রে অভিভাবকের অঙ্গীকার সমানভাবে পাওয়া যায় না।

সমাজের অঙ্গীকার ও একাত্মতা (Commitment of Community)

শিখনকে সম্প্রসারিত করার আরেকটা উপায় হল সমাজের অঙ্গীকার ও সহযোগিতা। শহরের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় নিয়োগকর্তা এবং সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে ছাত্রদের আন্তসম্পর্ক শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত করে থাকে। এই ধরনের সহযোগিতার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য শিশুর বয়স ও আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত বড় শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে পরিচিত হয়। আবার তারা ছোটগল্প অথবা সম্পাদকীয় লেখার জন্য বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে। এইসব যোগাযোগ অনেক সময় শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন চাকুরী পেতে সাহায্য করে। ছাত্র এবং সমাজের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের সামাজিক এবং শিক্ষামূলক মূল্য রয়েছে। আইন ও আইন প্রতিষ্ঠার যুক্তি, আই কিভাবে ব্যক্তিকে রক্ষা করে, আইন ভঙ্গ করার ফলাফল কি ইত্যাদি সম্পর্কে যখন শিক্ষার্থী জানে, শিখে, তখন স্বভাবতই তা আইনের প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেয়।

তরুনদের শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের সংশ্লিষ্টায়ন খুব একটা কঠিন কাজ নয়। সমাজের বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। অপরদিকে ছাত্রদের সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যক্রম প্রস্তুত করবেন তখন এমন কিছু কাজ রাখতে হবে যাতে সামাজিক যোগাযোগ অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পয়েন্ট পাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেমন- সোশ্যাল স্টাডিজে "সক্রিয় কার্যাবলীর পয়েন্ট" ও "চাকুরী মূল্যায়নের পয়েন্ট", ভাষা শিক্ষায় "মৌখিক যোগাযোগের পয়েন্ট" ইত্যাদি। সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা কার্যাবলীর প্রতি ঘন্টার জন্য পয়েন্ট দেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন চাকরীর প্রকৃতি, এগুলোর জন্য কি ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন, ঐ সমস্ত চাকরীর সুবিধা ও অসুবিধার দিক কি কি ইত্যাদি নিয়ে সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের ভিত্তিতে মৌখিক যোগাযোগের পয়েন্ট দেওয়া যাবে। "চাকরী মূল্যায়ন পয়েন্ট" একজন শিক্ষার্থী দশঘন্টা স্বেচ্ছাসেবাদান সম্পূর্ণ করলে দেওয়া যেতে পারে।

সামাজিক কার্যাবলীর যোগাযোগের জন্য শিক্ষকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। শহরের পৌরকর্তৃপক্ষ শীতকালে শিক্ষার্থীদের পার্ক উদ্বোধনের অনুমতি দেবেন। কোন বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার একদিনের জন্য জিনিষপত্র নিয়ে আসা, সেগুলো শেলফে সাজানো ইত্যাদি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিতে পারেন। আইনবিদরা একটি মামলার বর্ণনা দিতে পারেন এবং ঐ মামলার কাজ চলাকালীন কোর্টে তাদের নিয়ে যেতে পারেন। পৌর কর্তৃপক্ষ মহল্লায় মহল্লায় তাদের পরিচ্ছন্নতা অভিযানের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। সংবাদপত্র প্রকাশকরা প্রেসে কিভাবে কাজ হয়, সংবাদের খসড়া দেখা, সম্পদকীয় দেখা ইত্যাদি প্রকাশনার সব ধরনের কাজ দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। পোস্ট অফিসের কাজ, চিঠি বিলি করার কাজে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া অবসর প্রাপ্তদের, প্রৌঢ়দের হোমে, হসপিটালে, ডেকেয়ার সেন্টারে, শহরের খেলার মাঠে তরুন শিক্ষার্থীদের জন্য স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

পাঠাগারে বই পত্র ঠিক মত রাখা, কার্ডের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বুঝানো যায়। আবার স্কুল-পূর্ব শিশুদের গল্প পড়ে শোনানোর কাজও করতে পারে।

সমাজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষকের এ ধরনের কার্যক্রম তৈরি ও পরিচালনা করার জন্য যে ব্যাপক সময়ের প্রয়োজন হয় তা শিক্ষক সব সময় দিতে পারেন না। তবে ঐ পরিস্থিতিতে সমাজ কার্যক্রমের সমন্বয়কারী হিসাবে প্রাপ্তবয়স্ক স্বেচ্ছা সেবকরা কাজ করতে পারেন। আরেকটি বিকল্প হিসাবে সমাজের যুব সামাজিক সংস্থাগুলোকে এই কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষা কার্যক্রম শুধু স্কুলে সীমাবদ্ধ নয় – স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজের সর্বস্তরে এর ব্যাপ্তি। স্কুল ছাড়িয়ে শিখনের জন্য যেমন স্কুল বহির্ভূত জগতে যেতে হয়, তেমনি বাইরের জগতকেও স্কুলে নিয়ে আসা যায়। অতিথি বক্তা নিয়ে এসে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর উৎসাহ উদ্দীপণা জাগানো যেতে পারে। স্থানীয় ঘটনা প্রবাহের রঙিন চিত্র প্রদর্শনী অথবা সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর রোল প্লেয়িং-এর ভেতর দিয়েও সামাজিক সম্পৃক্ততা আদায় করা সম্ভব।

শিক্ষক যারা স্কুলকে শিশুর অন্য জগতে নিয়ে যেতে চান এবং শ্রেণীকক্ষের শিক্ষায় অন্য জগতকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেন তারা শিশুর শিক্ষায় সমাজের অঙ্গীকার ও একাত্মতা আদায়ে ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

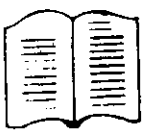

সারমর্ম ঃ পিতামাতা শিশুদের স্কুলের প্রোগ্রামে রিপোর্ট সই করে বা কখনো ভালো রেজাল্টের জন্য পুরস্কার দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ না করে যখন তাদের শিক্ষার ব্যাপারে আরও সম্পৃক্ত হন, আরও ভূমিকা রাখেন তখনই শিশুদের শিক্ষায় তাদের অঙ্গীকার বা একাত্মতা বুঝায়। স্কুলে যে নতুন বিষয়টি শিখলো, তার follow-up যদি বাড়িতে হয়, স্কুলে শেখা বিষয়ের চর্চা এবং প্রয়োগে যদি বাড়িতে তাদের উৎসাহিত করা হয়, তাহলে শিখনের ব্যাপারে তারা অধিক আগ্রহী হয়ে উঠবে। এছাড়া, শিক্ষকের পরামর্শে বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যবস্থা বাড়িতে নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক-অভিভাবকের বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করে অভিভাবকদের জন্য বিভিন্ন কাজের সুপারিশ রাখা যেতে পারে। তবে যেহেতু সকল অভিভাবক শিশুর শিক্ষার প্রতি সমান মনোযোগ দেন না, সেজন্য বাড়ির কাজ বাধ্যতামূলক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিশুর শিখনকে সম্প্রসারিত করার আরেক উপায় হল সমাজের অঙ্গীকার ও সহযোগিতা। শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন কাজে এবং সকল শ্রেণীর লোকজনদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করবেন। বিভিন্ন স্বেচ্ছা সংস্থার সাহায্য ও নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক কার্যক্রম তৈরি করার সময় সামাজিক যোগাযোগ অপরিহার্য – এমনি ধরনের কিছু কাজের ব্যবস্থা ও রাখবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিশুর শিক্ষায় পিতামাতার একাত্মতা হচ্ছে –
   ক. শিশুর ভাল রেজাল্ট প্রশংসা করা
   খ. নিয়মিত শিশুর রিপোর্ট কার্ডে সই করা
   গ. শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে শিশুর শিক্ষায় জড়িত হওয়া
   ঘ. শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হওয়া

২. শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাড়ির কাজ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়, কারণ –
   ক. শিশুরা সর্বক্ষেত্রে অভিভাবকের সাহায্য পায় না
   খ. সকল শিশু অভিভাকের সাহায্য পায় না
   গ. শিশুর ব্যর্থতা অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল নয়
   ঘ. শিশুর সার্থকতা অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল নয়

পাঠ ৩.৭ শিক্ষাকার্যক্রমে শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতা ঃ শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও আচরণ অভিভাবককে জ্ঞাতকরণ

[Sharing Instruction with Parents : Communicating Student Achievement and Behaviour]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাদানের সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অভিভাবকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য অভিভাবকের সহযোগিতা লাভের উপায়সমূহ কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও আচরণ সম্পর্কে জানানোর বিভিন্ন ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা সাফল্য জানানোর জন্য বিশেষ কার্ডের ছক তৈরি ও ব্যবহার করতে পারবেন।

শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতা

শিক্ষক বলতে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষাদানকারী যিনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান করেন, তাকেই বুঝায়। সাধারণ অর্থে মনে করা হয় শিক্ষকই একমাত্র ব্যক্তি যার উপর শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ নির্ভর করছে। কিন্তু কার্যত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানেরও অনেক সম্প্রসারণ রয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অভিভাবকদের তাদের শিশুদের শিক্ষায় লাভজনকভাবে জড়িত করা যায়। পিতামাতা, অভিভাবকরা যেহেতু তারা পিতামাতা তাই তারা শিক্ষকও। তাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্র শিশুর মোজা, জুতা পরতে শেখা থেকে বয়ঃসন্ধিকালের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম – সব ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে প্রভাব বিস্তার করা পর্যন্ত বিস্তৃত।

শিশুর শিক্ষায় পিতামাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক আচরণ – কথা বলা, হাঁটা, কাপড় পড়া ইত্যাদি অভ্যাস গঠন ও কৌশল আয়ত্ব করতে পিতামাতাই তাকে সাহায্য করেন। সামাজিক সত্তার বিকাশ সহানুভূতি, সহযোগিতা, মেলামেশা ও পিতামাতার প্রভাবে বিকাশ লাভ করে।

শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষা পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়। শিশু পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে করতে খুব সহজভাবে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ শিখতে পারে। যারা যোগ্যতায় এবং পেশায় শিক্ষক তারা অভিভাবকদের প্রদত্ত শিক্ষাকে গুণগতভাবে ও কার্যকারিতার দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য স্কুল এবং পরিবারের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

শিক্ষকরা যখন শিক্ষার কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা পেতে চান তখন তারা নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করেন –

- শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের খবরে অভিভাবকদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।
- তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাদের সাহায্য কামনা করেন।
- অভিভাবকদের এই ব্যাপারে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষামূলক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

এ পাঠে প্রথম উপায়টি নিয়ে আলোচনা করা হল। পরবর্তী পাঠে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় নিয়ে আলোচনা হবে।

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও আচরণ অভিভাবককে জ্ঞাতকরণ
(Communicating Student Achievement and Behaviour)

শিক্ষক অভিভাবক সমিতি PTA

শিক্ষার্থীর প্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সাধারণত অভিভাবকরা বছরে একবার বা দুবার স্কুলে আসেন। এটা একটা গতানুগতিক পদ্ধতি। এই মিটিংগুলো রিপোর্ট কার্ডের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা কার্ডের অতিরিক্ত কিছু আলোচনা করার জন্য এবং স্কুলে শিক্ষার্থীর প্রগতি, উন্নতি, অসুবিধা, দুর্বলতা ইত্যাদি সবিস্তারে জানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির (parent-teacher association/PTA) সভাসমূহ ও অভিভাবক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (parent-teacher organization/PTA) এর অধিবেশন ও শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও সম্পাদনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এ সমস্ত সভায় সাধারণত শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে স্কুলের কার্যক্রম, শিখন সামগ্রী, স্কুলের নিয়মনীতি ইত্যাদি নিয়ে সাধারণ আলোচনা হয়। তৃতীয়ত আরেক ধরনের শিক্ষক-অভিভাবক যোগাযোগ দেখা যায়। শিশুর অসুস্থতা সম্পর্কে পিতামাতাকে জানানো অথবা টেনিস সু আনতে ভুলে গেছে অথবা স্কুলে ডিটেনশন ইত্যাদি সম্পর্কে টেলিফোন করা হয়।

অভিভাবক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান PTO

টেলিফোন কল

অভিভাবক দিবস

অভিভাবক দিবসে (parent's day) প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণ অভিভাবকদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং সমস্যা সমাধানে অভিভাবকের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। অভিভাবকের অংশগ্রহণ (parent participation) – শিক্ষণের ক্ষেত্রে ও অভিভাবকদের কাজে লাগানো যায়। অনেক অভিভাবক আছেন, যাদের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। তাদের স্কুলে নিমন্ত্রণ করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতে দিলে স্কুলের কার্যক্রমে তারা উৎসাহী ও আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে ব্যাপারটা আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। অভিভাবক সম্মেলন (parent conference) করে শিক্ষকগণ তাদের অসুবিধার কথা বলতে পারেন এবং অভিভাবকদের মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

অভিভাবকের অংশগ্রহণ

ব্যক্তিগত যোগাযোগ

ব্যক্তিগত যোগাযোগ (personal contact) – স্কুলের জন্য শিক্ষার্থী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট সময় তালিকা তৈরি করে অবসর সময়ে শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যকর করার জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্বের কথা আধুনিককালে প্রায় সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন।

জীবন বিকাশ সামাজিকীকরণ

স্কুলের অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের তথা সামাজিকীকরণে সহায়তা করেন। চারিত্রিক আদর্শ বিকাশের জন্য অনুশীলনের ক্ষেত্র হল বৃহত্তর জীবন পরিবেশ। গৃহ পরিবেশে অভিভাবকগণ যদি বিভিন্ন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের চর্চার সুযোগ না দেন স্কুলের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। শুধু শিক্ষক অভিভাবকের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে তাদের কাজ ও দায়িত্বের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের ধারা ত্বরান্বিত করা যায়।

স্কুলে শিক্ষার্থী সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে শিক্ষকের কি কি অসুবিধা হচ্ছে, কি ধরনের ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করছেন, অভিভাবকদের কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা চাচ্ছেন – এ সম্পর্কে অভিভাবকের সঠিক ধারণা না থাকলে অনক সময় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং তার প্রভাব শিক্ষার্থীর উপর পড়ে।

অনুরাগ অনুযায়ী শিক্ষা

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা, অনুরাগ ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য, শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে, ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করে শিক্ষা কার্যক্রম তৈরি করা দরকার। কিন্তু শিক্ষার্থী সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞন না থাকলে শিক্ষক তাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে পারেন না। এজন্য পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

এই সমস্ত শিক্ষক-অভিভাবক সভা যে বিষয়বিস্তু বা যে প্রেক্ষিতের উপরই হোক না কেন, গতানুগতিক এই শিক্ষক অভিভাবক পারস্পরিক ক্রিয়া শিশুর শিক্ষামূলক ও সামাজিক আচরণের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতেও পারে, নাও ফেলতে পারে।

সাফল্য ও ব্যর্থতা

অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের এই সমস্ত পন্থায় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত সব ধরনের আচরণের উপরই আলোকপাত করবেন। শুধু যদি শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার কথা জানানো হয়, ব্যর্থতার বিষয়ই আলোচনার বিষয়বস্তু হয় তাহলে অভিভাবকের মধ্যে তা যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, তেমনই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও সম্পাদনার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষক পিতামাতা, অভিভাবকের অঙ্গীকার ও সমর্থন আদায়ের জন্য শিশুর বিপর্যয় সম্বন্ধে তাদের জানাবেন। সেরকম শিক্ষার্থীর সুকৃতির আনন্দে তাদের অংশ দিতে হবে যাতে তারা শিশুদের উপযুক্ত স্বীকৃতি, উৎসাহ ও পুরস্কার দিতে পারেন। নিম্নের ধরনের রিপোর্ট কার্ড তাদের সন্তানের কৃতিত্বের খবর জানানোর জন্য শিক্ষকগণ ব্যবহার করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডের নমুনা

বিশেষ রিপোর্ট কার্ড

যা জানতে আপনি পছন্দ করবেন —
ফাহাদ আনোয়ার চৌধুরী উল্লেখযোগ্য

আজকে

- সমাজ বিজ্ঞানে
- ভাষায়
- বানানে
- গণিতে
- বিজ্ঞানে
- সঙ্গীতে
- শরীর চর্চায়।

■ উন্নতি করেছে।
■ অবদান রেখেছে।

তারিখ - - - -

শিক্ষকের সই - - - --------

ছোট শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের রিপোর্ট কার্ড বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন দিনে শিক্ষার্থীর হাতে অভিভাবকের কাছে পৌছাতে পারেন। বড় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিকট হতে লিখিত সংবাদ অভিভাবকের নিকট পৌছানো প্রায়ই পছন্দ করেনা। তাদের ক্ষেত্রে পোস্টকার্ড বা টেলিফোন ব্যবহার করতে হবে।

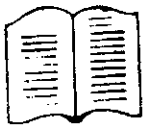

সারমর্ম ঃ শিশুর শিক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর সষ্ঠু শিক্ষার জন্য স্কুল এবং পরিবারের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষকরা তিনটি উপায়ে এই সহযোগিতা লাভ করতে চান। ১. শিক্ষার্থীর কার্য সম্পাদনার খবর অভিভাবকদের জানিয়ে ২. শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের সাহায্য কামনা করে এবং ৩. আনুষ্ঠানিকভাবে অভিভাবকদের নির্দেশনা দিয়ে। শিক্ষক অভিভাবকের যোগাযোগ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকার, শিক্ষক অভিভাবক সমিতির (PTA) সভা, অভিভাবক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (PTO) অধিবেশন, অভিভাবক দিবস, অভিভাবকের অংশগ্রহণ, অভিভাবক সম্মেলন, টেলিফোন কল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ – এই সমস্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাহায্যে অভিভাবকের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যোগাযোগের এসব মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা, তাদের বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত সব রকম আচরণই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। অভিভাবকের অঙ্গীকার ও সমর্থন আদায়ের জন্য শিশুর বিপর্যয় ও সুকৃতি উভয়ের অংশই তাদের দিতে হবে। শিশুর কৃতিত্বের খবর জানানোর জন্য সব সময়ই বিশেষ কার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও আচরণ সম্পর্ক অভিভাবককে জানানোর জন্য কিসের আয়োজন করা প্রয়োজন?

ক. সঙ্গীতানুষ্ঠান
খ. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
গ. অভিভাবক সম্মেলন
ঘ. শিক্ষকদের সভা

২. শিক্ষার্থী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ব্যবস্থা কোন্‌টি?

ক. অভিভাবক দিবস
খ. ব্যক্তিগত যোগাযোগ
গ. শিক্ষক অভিভাবক সমিতির সভা
ঘ. টেলিফোন কল

পাঠ ৩.৮ অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ নিশ্চিতকরণ ও অভিভাবকদের শিক্ষামূলক নির্দেশনা প্রদান
[Eliciting Parental Assistance & Offering Parents Instruction]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ নিশ্চিত করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্কুলের কাজের প্রাসঙ্গিক (নিয়মিত চর্চার জন্য) বাড়ির কাজের প্রস্তাব দিতে পারবেন।
- প্রয়োজনে যে কোন বিষয়ের উপর বাড়ির কাজের জন্য বার্তা পাঠানোর ছক তৈরি করতে পারবেন।
- অভিভাবকদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক নির্দেশনা তৈরি করতে পারবেন।

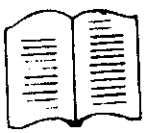

অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ নিশ্চিতকরণ

পিতামাতা তাদের সন্তানের শিক্ষার সাফল্যে সব সময়ই অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু সেটা কিভাবে করা তাদের পক্ষে সম্ভব তা অনেক সময়ই বুঝে উঠতে পারেন না। "ফাহাদ স্কুলে ভাল করছে না, কিন্তু আমি জানিনা এর জন্য তাকে কিভাবে সাহায্য করবো" এই ধরনের কথাবার্তা অভিভাবকদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়। এসব কথাবার্তায় শিশুর শিক্ষার কাজে তাদের আগ্রহ এবং সাহায্যদানে অপারগতাবোধের অভিব্যক্তিই ফুটে উঠে।

শিক্ষক শিক্ষাদানের দায়িত্বে অংশীদার হওয়ার জন্য অভিভাবককে উৎসাহিত করতে পারেন এবং এর একটি উপায় হচ্ছে তাদের জন্য কিছু কাজের প্রস্তাব রাখা এবং ঐসব কাজ শিক্ষার্থী অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করবে। এভাবে শিশুর শিক্ষায় অংশীদার হওয়ার জন্য অভিভাবককে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। স্কুলে এখন কি ধরনের লেখাপড়ার কাজ হচ্ছে এবং স্কুলের এ কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত কি ধরনের বাড়ির কার্যাবলী হতে পারে শিক্ষক অভিভাবককে তা জানাবেন।

এই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল।

দৃষ্টান্ত

প্রিয় অভিভাবক,

নিচে আগামী তিনমাস স্কুলে কি করা হবে তার একটা তালিকা দেওয়া হল। এছাড়া স্কুলে শেখা এই বিষয়বস্তু অধিক অর্থবহ ও কার্যকর করার জন্য বাড়িতে করার মত কিছু কাজের প্রস্তাব করা হল। আমরা আশা করি এ কার্যক্রমের কিছুটা অন্তত সম্পাদনা করার ব্যাপারে আপনার শিশুকে সাহায্য করতে পারবেন। এক একটা কাজ এক একবার সম্পাদনা করার পর তার পাশে ✓ চিহ্ন দিয়ে রাখুন। আপনি সম্পর্কিত মনে করলে এ রকম আরও কাজ অনায়াসে যোগ করতে পারেন। তিন মাস পরে এই কাজ নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে আমি খুব আনন্দের সঙ্গে আপনার সঙ্গে মিলিত হব।

স্বাক্ষর ঃ শিক্ষক

স্কুলে শেখানো হবে যে কাজ ও ধারণা	প্রস্তাবিত বাড়ির কাজ
পড়া ১. অভিধান-দক্ষতার উন্নয়ন	আপনার শিশুকে খবরের কাগজে অথবা ম্যাগাজিনে প্রতিদিন একটি "নতুন শব্দ" বের করতে বলুন। অভিধানে শব্দটি বের করতে দিন (সে চাইলে আপনি তাকে সময় দিন)। শব্দটির বানান, অর্থ ও উচ্চারণ শিখতে দিন। প্রতি সপ্তাহের শেষে পূর্বে শেখা প্রতিটি শব্দ বাক্যে ব্যবহার করতে দিন।

স্কুলে শেখানো হবে যে কাজ ও ধারণা	প্রস্তাবিত বাড়ির কাজ
২. দ্রুত মূল বিষয়বস্তু দেখে নেওয়ার (skimming – বিস্তারিত নয়, শুধু মূল পয়েন্ট দ্রুত পড়া) দক্ষতার বিকাশ।	খবরের কাগজ পড়ে খেলাধূলা বা সামনের পাতা বা বিদেশী খবর ইত্যাদি থেকে যে কোন একটি নির্বাচন করুন। এখন আপনার শিশুকে সেই নির্বাচিত অংশের মুল পয়েন্টগুলো দ্রুত (skim) দেখে নেওয়ার জন্য দুই থেকে চার মিনিট সময় দিন। এখন সেই অংশ থেকে বড় বড় ঘটনার উপর ৫টি প্রশ্ন করুন। যেমন- ইংল্যাণ্ড সফরের শুরুতে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী না পরাজিত হয়েছে? ইণ্ডিপেণ্ডেন্টস কাপে শ্রীলংকাকে হারালে কে ফাইনালে যাবে? প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য এক পয়েন্ট দিতে পারেন। যে সব প্রশ্নের জন্য যত্ন করে পড়া দরকার সে রকম প্রশ্ন করবেন না। যেমন- অষ্ট্রেলিয়া কত রানে ইংল্যাণ্ড কে হারিয়েছে? (ভোরের কাগজ, ১৭ মে ১৯৯৭) আপনার শিশু যত দক্ষতা অর্জন করবে আপনি ক্রমান্বয়ে তাকে তত সময় কমিয়ে দেবেন।
৩. পঠন-পাঠনে প্রকাশ ভঙ্গীর উন্নতি	আপনার শিশুকে তার ভাই বোনকে গল্প পড়ে শোনাতে দিন। সে যখন গল্প পড়ে তখন গল্পের প্রতিটি চরিত্র অনুযায়ী তার স্বর পরিবর্তন করতে উৎসাহ দিন। চরিত্র অনুযায়ী প্রকাশ অর্থাৎ মেজাজে, গতিতে, চড়ায়, নিচুতে তার স্বরের পরিবর্তন যাতে চরিত্র উপযোগী হয় সেভাবে তাকে নির্দেশনা দিন।
লেখা ১. নোট গ্রহণের দক্ষতার বিকাশ	আপনার শিশুকে নিয়ে টেলিভিশনে একটি খেলার শো দেখুন। তখন আপনার শিশুকে খেলার প্রকৃতি, সেখানে কি কি করতে হয়, অংশগ্রহণকারীদের ভুল, তাদের নির্বাচন, বিজয়ী ও পরাজিত, পুরস্কার ইত্যাদি সবকিছুর উপর নোট নিতে দিন। 'শো' শেষ হওয়ার পর পাঁচটি থেকে দশটি প্রশ্ন এই প্রোগ্রামের উপর করুন। তার গৃহীত নোট ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন। পরে নোটগুলোর পরিচ্ছন্নতা, বর্ণনা, কাঠামো ইত্যাদি তুলনা করুন।
২. বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠির অনুশীলন	এমন একজন বন্ধু বা আত্মীয় চিহ্নিতকরুন যিনি আপনার শিশুর চিঠির উত্তর দেবেন। সপ্তাহে একবার লিখতে শিশুকে উৎসাহ দিন। শিশু তার চিঠি আনন্দদায়ক ও মজাদার করার জন্য সেখানে জোক লিখতে পারে, চিত্রকর্ম সংযোজন করতে পারে অথবা দুয়েক লাইন নিজের লেখা কবিতা জুড়ে দিতে পারে।
গণিত ১. গড় হিসাব করা	মুদির দোকানের বিল সংরক্ষণ করুন। এক মাস ধরে দৈনিক ও সাপ্তাহিক খরচের গড় হিসাব করতে ও লিখে রাখতে দিন।
২. ভগ্নাংশের কাজ	আপনার শিশুকে একটি রেকর্ডবুক কিনে দিন। সেখানে গাড়ির গ্যাস অথবা পেট্রোল কেনা ও কত মাইল চললো তার হিসাব রাখবে। পরে সে প্রতি গ্যালেনে কত মাইল চলে তার হিসাব করতে পারবে এবং প্রতি সপ্তাহের গড় খরচ হিসাব করতে পারবে।
সমাজ বিজ্ঞান ১. শক্তি (Energy) সংরক্ষণ	বিদ্যুৎ বাঁচানোর পন্থা নিয়ে আপনার শিশুর সঙ্গে আলোচনা করুন। পরিবারের সকলের সম্মতি নিয়ে খরচ কমানোর একটি তালিকা তৈরি করুন। বিভিন্ন মাসের পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির বিল তুলনা করে পরিবারের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে বলুন।
বিজ্ঞান ১. বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ	পাখি পুষতে উৎসাহ দিন। পাখির বাসা করে সেখানে তাকে রেখে ঠিকমত খাবার সরবরাহ করতে দিন। পাখিকে আকর্ষণ করার পন্থা আবিষ্কারে তাকে সাহায্য করুন। পাখির উপর অথবা বন্য জীবনের একটি বই তাকে কিনে দিন।

আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা করানোর জন্য প্রায়ই অভিভাকের কাছে বার্তা পাঠানো যেতে পারে। নিচে এ ধরনের যোগাযোগের জন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল ঃ

তারিখ ঃ - - - - - -

অভিভাবকের প্রতি শিক্ষক

ফাহাদ আনোয়ার চৌধুরী ______ সম্পর্কে

______ আপনার অবগতির জন্য

✓ ______ শুধু একটি প্রস্তাব

______ আমার একটি অনুরোধ

______ অনুগ্রহ করে দেখুন

স্কুলে ফাহাদ এখন ঢাকা শহরের মানচিত্র পড়া শিখেছে। এখন তার এই কাজে চর্চার প্রয়োজন। আপনি যখন shopping এ যাবেন অথবা কোথাও বেড়াতে যাবেন তখন আপনি তাকে আপনার নেভিগেটর বা পথ প্রদর্শক করে নেবেন। তাহলে চর্চার মাধ্যমে ম্যাপ পড়ায় সে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

মায়িশা ইসলাম
স্বাক্ষর, শিক্ষক

এই কাজের সাহায্যে শিশুর ম্যাপ-রিডিং কৌশলের কিভাবে উন্নতি সাধন করা যায় তার সুপারিশ রাখা হয়েছে। শিক্ষক ও অভিভাবকের নিয়মিত যোগাযোগ অনেক কার্যকরী ও সুফলদায়কভাবে অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ নিশ্চিত করতে পারে। রিপোর্ট কার্ড দেওয়ার সময় যে অল্প যোগাযোগ ঘটে অভিভাবকের সঙ্গে তার থেকে প্রাপ্ত সুফলের চেয়ে এই ধরনের নিয়মিত যোগাযোগ অনেক বেশি কার্যকর।

অভিভাবকদের শিক্ষামূলক নির্দেশনা প্রদান (Offering Parents Instruction)

আচরণের নীতি, এর ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ এগুলোতে শিক্ষকবৃন্দ অভিভাবকের সঙ্গে অংশীদার হবেন। "শিক্ষামূলক ইঙ্গিত" (educational tips), "গাইড লাইন" অথবা "বিবেচ্য চিন্তাভাবনা" (thoughts to consider) ইত্যাদি শিরোনামে বিভিন্ন আচরণবিধি প্রণীত হতে পারে। এগুলো সম্পর্কে শিক্ষকরা অভিভাবকদের অবহিত করবেন। শিশুদের সুশৃঙ্খল করা, শিশুদের সাথে যোগাযোগ, ভালো খাদ্যাভাস গঠনে শিশুদের সাহায্য করা, শিশুদের বাঞ্ছিত আচরণের জন্য পুরস্কৃত করা ইত্যাদি বিষয়ের উপর লেখা বই চিত্তাকর্ষক ধারণার উৎস হিসাবে শিক্ষক কর্তৃক বিবেচিত হয়। অভিভাবকরাও শিক্ষকদের সঙ্গে এগুলো জানার ব্যাপারে অংশীদার হবেন। অভিভাবক কিভাবে শিক্ষকের সঙ্গে বিভিন্ন তথ্যের অংশীদার হবেন তার একটি ছোট উদহারণ এখানে উল্লেখ করা হল।

অভিভাবকের জন্য ইঙ্গিত (Tips for Parents) প্রেরক ঃ হবিগঞ্জ সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দ

প্রতিরূপ বা ছবি স্মৃতি সহায়ক

গবেষণা থেকে দেখা গছে প্রতিরূপ সবাইকে স্মরণ করতে সাহায্য করে থাকে। শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিষয় মনে রাখা বিশেষভাবে কঠিন। ভুলে যাওয়টাই খুব সাধারণ ব্যাপার। সব সময় ভুলে যাওয়া যে অসাবধানতা বা অবাধ্যতার জন্য হয় তা নয়। প্রায়ই শিশু ভুলে যায় কারণ বিষয়টি তার মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়নি। ছবি তথ্যাদি স্মৃতি ভাণ্ডারে স্থানান্তরণে সাহায্য করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি চান যে আপনার শিশু বিছানাটি গুছাবে, কুকুরের যত্ন নেবে অথবা স্কুলে যাওয়ার আগে তার ব্যবহৃত কাপড় চোপড় ধোওয়ার জন্য দিয়ে যাবে,তাহলে কিছু ছবির ব্যবস্থা করুন। একটি ক্যাটালগ থেকে একটি আচ্ছাদিত সুন্দর বিছানার ছবি, কুকুর ও কুকুর খাদ্যের বিজ্ঞাপন থেকে একটি কুকুরের ছবি এবং বিক্রেতার বিজ্ঞাপন থেকে একটি লণ্ড্রী বাস্কেট অথবা ওয়াসিং মেসিং এর ছবি সংগ্রহ করুন। ছবিগুলো কাগজে লাগিয়ে দুয়েকটি কথা বা শব্দ জুড়ে দিন। এখন এই ছবি-বার্তাগুলো কোন সুস্পষ্ট জায়গায় প্রদর্শন করুন (ওয়ার্ড রোবের দরজা, ফ্রিজের দরজা, বাথরুমের দরজা এ কাজের জন্য সুবিধাজনক।) ভুলে যাওয়া একটি মন্দ অভ্যাস। কিন্তু শিক্ষক ও অভিভাবকের সাহায্যে শিশুরা মনে রাখার অভ্যাসের বিকাশ ঘটাতে পারে।

মনোবিজ্ঞান সম্মত বিভিন্ন জ্ঞান শিশুকে শিক্ষা দিতে সাহায্য করে। আপনার এই ধরনের জ্ঞানে অভিভাবকদের অংশীদার করুন। মধ্যে মধ্যে সভা করে তাদের বুঝিয়ে দিন এবং কিভাবে এই জ্ঞানের অনুশীলন করা হবে তার পথ খুঁজে বের করুন।

এই ধরনের যোগাযোগে সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ার মত অভিভাবক সব সময়ই কিছু সংখ্যক থাকেন। অনেকে কোন কথা শুনতেই চাইবেন না। কিন্তু এরকম অল্পসংখ্যক কিছু অভিভাবক দেখে আমাদের নিরুৎসাহিত হলে চলবে না। যারা উৎসাহী, যারা শিখতে চান কি করে আরও কার্যকরীভাবে শিশুর শিক্ষায় সাহায্য করা যাবে, কিভাবে তাদের শিশুর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারেন অথবা কিভাবে শিশুর সঙ্গে অন্যান্য শিশুর সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন – তাদের সঙ্গে আন্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাদের সাহায্য করতে হবে। এই মিথস্ক্রিয়ায় শিশুর শিক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। আমরা যাকে পিতামাতার উদাসীনতা বা অবহেলা মনে করি তার অধিকাংশই আসলে হতাশা, বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার চিহ্ন। যদি শিক্ষক হিসাবে আমরা অভিভাবকদের অবহিত রাখি, তাদের যদি গঠনমূলক, বাস্তব ও ব্যবহারিক সুপারিশ প্রদান করি তাহলে আমরা আবিষ্কার করবো যে পিতামাতার সঙ্গে যোগাযোগ ধীরে ধীরে অনেক সহজ হয়ে আসছে এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান অনেক তৃপ্তিদায়ক ও সন্তোষের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সারমর্ম ঃ উৎসাহী ও ইচ্ছুক পিতামাতা অনেক সময় কিভাবে সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে অবদান রাখবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তাদের জন্য স্কুলে যে বিষয়বস্তুর চর্চা চলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাড়ির কাজের পরিকল্পনা করে অভিভাবককে তা জানানো যেতে পারে। এখানে তিন মাসের কাজের একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনমত যে কোন সময় বিশেষ কাজের অনুশীলনের জন্য বার্তা পাঠানো যেতে পারে। শিক্ষক ও অভিভাবকের নিয়মিত যোগাযোগ অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ নিশ্চিত করতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও বিশেষ করে মনোবিজ্ঞান সম্মত গাইড লাইন বা ইঙ্গিত বা tips অভিভাবককে জানালে তারা তার অনুসরণে শিশুকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে পারেন। মনে রাখার কাজে সাহায্য করার মত একটি tips এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক অভিভাবক শিক্ষকের যোগাযোগে সাড়া দেন না, কিন্তু যারা উৎসাহী তাদের সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় শিশুর শিক্ষাগ্রহণ সহজ ও কার্যকর হয়ে উঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. কোন্ কাজের সাহায্যে অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ নিশ্চিত করা যায়?
   ক. অভিভাবকরা নিজেদের পছন্দমত উপায়ে শিশুকে সাহায্য করবেন
   খ. শিশুর চাহিদা মত অভিভাবক তাকে সাহায্য করবেন
   গ. স্কুলে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে শিক্ষকের নির্ধারিত বাড়ির কাজে শিশুকে সাহায্য করবেন
   ঘ. অভিভাবক শুধু নিজের পছন্দের বিষয়ে শিশুকে সহায়তা করবেন

২. শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন –
   ক. রিপোর্ট কার্ডের আদান প্রদান
   খ. অভিভাবক দিবসে আলোচনা
   গ. শিক্ষার্থীর ব্যর্থতা নিয়ে যোগাযোগ
   ঘ. শিক্ষক-অভিভাবকের নিয়মিত যোগাযোগ

পাঠ ৩.৯ বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশ ঃ স্কুলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ
[School Having an Effect on Social Environment : Competitive Situations in Schools]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীর সামাজিক আচরণের উপর বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ না করার ফলাফল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বন্ধুত্ব, সামাজিক কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি অর্জনে প্রতিযোগিতার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রতিক্রিয়া থেকে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য আচরণের পার্থক্য বুঝাতে পারবেন।
- শিক্ষকের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুফল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশ

শ্রেণীকক্ষের সামাজিক আচরণ

শ্রেণীকক্ষের ভেতরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সামাজিক আদান-প্রদান হয়, যতটুকু সামাজিকতা তাদের মধ্যে দেখা যায় সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। শ্রেণীকক্ষের বাইরে যে সামাজিকতা বা সামাজিক আদান প্রদান তার সঙ্গে এর বিশেষ মিল নেই। শ্রেণীতে দেখি শিক্ষার্থীরা একজন আরেকজনের কাছে বই পাস করছে, কানাকানি করছে, ফিসফিস করে কথা বলছে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে অথবা কোনায় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে কোন বিশেষ ধরনের খেলা খেলছে। কখনও কখনও হঠাৎ হাসির শব্দ, কখনও চাপা খিলখিল হাসি, কখনও ইশারার ভাষায় কথা, কখনও চাপা শত্রুতার প্রকাশ কখনও হতাশার ভঙ্গী দেখা যায়। এসব হচ্ছে শ্রেণীকক্ষের সামাজিকতা। কিন্তু এ সমাজিকতায় স্বতঃস্ফূর্ততা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবুও একথা বলা যাবে না যে শিক্ষার্থীর সামাজিক আচরণে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ শিক্ষকের একেবারেই নাই।

শ্রেণীকক্ষের বাইরে আচরণ নিয়ন্ত্রণ

শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ প্রভাবিত করার অনেক সুযোগ রয়েছে শিক্ষকের। স্কুলে অনেক প্রতিযোগিতামূলক এবং সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সে প্রতিক্রিয়া সামাজিকভাবে কখনও গ্রহণীয় আবার কখনও অগ্রহণীয় হতে পারে। এ সমস্ত পরিবেশে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের দিকে পরিচালিত করতে পারেন। বাঞ্ছিত কাজের আদর্শ স্থাপন করে এবং বাঞ্ছিত কাজের জন্য পুরস্কৃত করে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করা যায়। আবার অবাঞ্ছিত কাজের ক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহিত করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার আরেকটি প্রাসঙ্গিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি।

স্কুলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ

প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ

শ্রেণীকক্ষের ভেতরে যদি অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকে তা অনেক সময় বিভিন্ন শিক্ষার্থীর উপর মানসিক ও শারীরিক বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। তার জন্য অনেক সময়ই প্রতিযোগিতা স্বল্পমাত্রায় রাখার জন্য পূর্ব সর্তকতা অবলম্বন করা হয়। একই সময়ে প্রতিযোগিতা দৈত্যকে শ্রেণীকক্ষের বাইরে ঠেলে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা থাকে। শিক্ষকরা শ্রেণী রুটিনের বিরতির সময়েও টিফিনের সময়ে প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষার্থদের তাদের পারস্পরিক দয়ার উপর ছেড়ে দেন। এ সময়ে যেহেতু শিক্ষার্থীরা মুক্ত থাকে এবং এ সময় তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সে রকম কোন ব্যবস্থা নাই, তাই শিক্ষার্থীরা "জোরই আধিকার" অথবা "জনপ্রিয়তার শাসন" – এই ধরনের নীতির অনুসরণেই তাদের সামাজিক আচরণ করে থাকে। পরিণামে শিগগীরই দেখা যায় ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা আরও বেড়ে যাচ্ছে আরও ক্ষমতা অর্জন করে অথবা অন্যের ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে। তেমনিভাবে তোমাকে আরও পছন্দ করার জন্য অথবা অন্যকে আরও কম পছন্দ করার জন্য প্রভাবিত করে

জনপ্রিয়তা অর্জিত হচ্ছে। সামাজিক আচরণের এই রাজনীতি যে সব শিক্ষার্থী তত ক্ষমতাশালী নয় অথবা যারা তত জনপ্রিয় নয় তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব সৃষ্টি – বন্ধু নির্বাচন জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে অন্যতম। এর প্রভাব ও ব্যাপক। বন্ধু তৈরির প্রক্রিয়া দৈবের অথবা দুর্ঘটনার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

স্কুলে যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ আছে শিক্ষার্থীকে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহনীয় আচরণ শেখাতে শিক্ষক সে পরিবেশকে ব্যবহার করবেন। শ্রেণীকক্ষের বাইরে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করার সময় সেই শিক্ষা তাদের অনেক বেশি বিবেচক ও চিন্তাশীল আচরণে উদ্বুদ্ধ করবে।

সামাজিক কৌশল ও দক্ষতা

বিভিন্ন খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা, দৌড় ইত্যাদি কার্যকরীভাবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মূল্যবান শিখন সুযোগ তৈরি করে দিতে পারেন শিক্ষক। এই সুযোগ স্কুল-সম্পৃক্ত বিভিন্ন কৌশল অনুশীলনে যেমন শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে তেমনি বৃহত্তর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নানা কৌশল ও গুণাবলী অর্জনেও তাদের সাহায্য করবে। স্কুলে শ্রেণী কার্যক্রমের বিরতির সময়ে ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার সময় অনুসৃত প্রতিযোগিতামূলক কার্যাবলী শিখন-সম্পৃক্ত অনেক সামাজিক কৌশল ও দক্ষতারও উদ্ভব ঘটায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 'ভালো' হওয়া অথবা 'দুর্বল' হওয়া বলতে কি বুঝায় অথবা 'বিজয়ী' ও 'পরাজিত' হওয়া কি, এদের তুলনামূলক মাত্রা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা মানসিক ক্ষমতা, প্রবণতা ইত্যাদির দিক থেকে মেটামুটি সমকক্ষ কি না তা সনাক্ত করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে পারেন ও উৎসাহ দিতে পারেন। বিভিন্ন খেলাধুলায় সবলের সঙ্গে দুর্বলও যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, প্রতিবন্ধী শিশুটিও যাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষক যথোপযুক্ত প্রস্তাব রাখতে পারেন।

শ্রেণীবহির্ভূত এমনকি স্কুল বহির্ভূত বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর আলোচন, গল্প বলা অথবা রোল প্লে করা ইত্যাদি হতে পারে। মুকুল মেলা, ভলিবল টীম, কচিকাঁচার আসর, যুবসাহিত্য আসর, ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, জাগরনী সংঘ, সাঁতার ক্লাব ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার সামাজিক শিক্ষামূলক প্রভাব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিযোগিতার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াসমূহ শিক্ষক গ্রহণযোগ্য আচরণ ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর জন্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণীয় আচরণ ব্যাখ্যা

অধিকন্তু বিভিন্ন প্রতিযোগতামূলক কর্মকাণ্ডে, বিরতি ও খেলার সময়ে শিক্ষকরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেই অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে কিভাবে সামাজিক বাঞ্ছিত ও গ্রহণযোগ্য আচরণ করা যেতে পারে শিক্ষক তার আদর্শ স্থাপন করতে পারেন।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষের সামাজিক আচরণ ও শ্রেণীকক্ষের বাইরের সামাজিক আচরণে অনেক পার্থক্য। শ্রেণীর সামাজিক আচরণে স্বতঃস্ফূর্ততার অনেক অভাব থাকে। শিক্ষক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রন করে বাঞ্ছিত সামাজিক আচরণের বিকাশে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। শ্রেণীর ভেতরে বাইরে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক দয়ার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। বন্ধুত্ব, সামাজিক দক্ষতা ও কৌশল অর্জন ইত্যাদির উপর প্রতিযোগিতার ও সহযোগিতার প্রভাব রয়েছে। শিক্ষক সকল প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত আচরণ ও আগ্রহযোগ্য আচরণের পার্থক্য বুঝিয়ে বাঞ্ছিত আচরণে উৎসাহিত করবেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষক আদর্শ স্থাপনের চেষ্টাও করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি প্রাসঙ্গিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি হচ্ছে –
   ক. শিক্ষার্থীকে যথেচ্ছ আচরণ করতে দেওয়া
   খ. শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
   গ. 'জনপ্রিয়তার শাসন' নীতি অনুসরণ করা
   ঘ. 'জোরই অধিকার' নীতি অনুসরণ করা

২. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয়?
   ক. প্রতিযোগিতার সুযোগ স্কুল-সম্পৃক্ত কৌশল অনুশীলনে সাহায্য করে
   খ. প্রতিযোগিতার সুযোগ বৃহত্তর জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশল অর্জনে সাহায্য করে
   গ. প্রতিযোগিতার সুযোগ শুধু অবাঞ্ছিত আচরণে সাহায্য করে
   ঘ. প্রতিযোগিতার সুযোগ সামাজিক কৌশল ও দক্ষতার সৃষ্টি করে

পাঠ ৩.১০ স্কুলে সহযোগিতামূলক পরিবেশ
[Co-operative Situations in Schools]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- কিভাবে সহযোগিতামূলক পরিবেশ শিক্ষার্থীকে দেওয়া যেতে পারে, তা বলতে পারবেন।
- কিভাবে সহযোগিতামূলক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যেতে পারে, তা বলতে পারবেন।
- প্রতিযোগিতার মধ্যেও কিভাবে সহযোগিতামূলক আচরণ সৃষ্টি করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাড়ির চেয়ে স্কুল পরিবেশ যে সহযোগিতার ব্যাপক ক্ষেত্র তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সহযোগিতামূলক পরিস্থিতি

স্কুলে সহযোগিতামূলক পরিবেশ

স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায়ই বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়, বিভিন্ন প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় – যাতে তারা সকলে মিলে সহযোগিতার ভেতর দিয়ে সেগুলো সম্পাদন করতে পারে। সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কাজে তাদের যথেষ্ট উৎসাহিত করা হয়। অনেক কাজের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক পরিবেশ দেওয়া যেতে পারে। ব্যণ্ডদল, সঙ্গীত চর্চার দল, মঞ্চের কার্যাবলী, বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রকল্প ইত্যাদি হচ্ছে সহযোগিতামূলক পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত। এরকম অনেক অনেক কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা শিক্ষকের পক্ষে খুবই সহজ।

সহযোগিতামূলক মূল্যবোধ

বাল্যকালের প্রথমদিকে শিশু সেন্টারে শিশুরা একে অন্যের খেলনা তুলে দিতে সাহায্য করতে পারে। নিজের খেলার সরঞ্জাম অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে পারে। জিমনাসিয়ামে অপেক্ষাকৃত বড়রা বিভিন্ন দক্ষতার বিকাশে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে। বিজ্ঞান অথবা গার্হস্থ্য অর্থনীতির গবেষণাগারে সরঞ্জামাদি সকলে মিলে ব্যবহার করবে এবং তাদের দায়িত্ব পর্যায় ক্রমে পালন করবে। সুযোগ সুবিধাও সকলে মিলে পর্যায়ক্রমে ভোগ করবে। এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহযোগিতার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক আচরণ ও মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে পারে। স্কুলের ভেতরে সহযোগিতার স্থায়ী কিছু মূল্যবোধ যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে শিক্ষককে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। শিক্ষককে সহযোগিতার ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যবহারে সহযোগিতা প্রদর্শন করবেন। সহযোগিতামূলক মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিযোগিতার মধ্যেও সহযোগিতা

সহযোগিতামূলক আচরণ, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের অংশ। স্কুলের কোন টিমে কে খেলে তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু যে ভালো খেলে সে যাতে তার সহযোগীদের (peers) শেখাতে পারে সে ব্যাপারে তাকে উৎসাহ দিতে হবে। শ্রেণীতে গণিতের ক্লশে যে অপেক্ষাকৃত বেশি বুঝে ও ভালো অংক করতে পারে অংকে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সে অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের সাহায্য সহযোগিতা করবে। এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হবে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন স্কুলের উঁচু শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নিচু শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের তা অর্জনে সাহায্য করবে – এটাই সাধারণ প্রত্যাশা। সহযোগিতা সর্বদা প্রদর্শন করতে হবে, উৎসাহিত করতে হবে এবং পুরস্কৃত করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, কর্তৃপক্ষের সকল স্তরে, বিষয়বস্তুর সকল ক্ষেত্রে, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে, সম্প্রদায়, সংস্কৃতি, ধর্ম নির্বিশেষে – সকলক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

স্কুল পরিবেশে সহযোগিতার পরিসর অনেক ব্যাপক

অনেকের যুক্তি হতে পারে যে, সহযোগিতামূলক আচরণ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পিতামাতা অভিভাবকের দায়িত্ব। কিন্তু মূলত বাড়িতে যে সামাজিক প্রেক্ষিত সেটা বাড়ির বাইরে শিশু সহযোগিতার জন্য যে সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনায় একেবারেই সীমাবদ্ধ। স্কুলের খেলার মাঠ, সাইকেল প্রতিযোগিতা, রাস্তা, বাড়ির পাশের গলি, পার্ক, পুকুর, নদী, প্রতিবেশী মাঠ, চায়ের দোকান, রেস্তোরা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সুযোগ দিচ্ছে সহযোগিতার, সহযোগিতামূলক আচরণ আর বন্ধুত্বের। বাড়িতে এই সুযোগ একান্তই সীমাবদ্ধ। বাড়িতে মেহমানদের খাবার পরিবেশেন করার কাজে তাদের সাহায্য করতে বলা

যেতে পারে। তার যা কিছু খেলার সরঞ্জাম, পড়ার বই আছে সব কিছু ভাই বোন অথবা বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করতে বলা যেতে পারে। কিন্তু স্কুল পরিবেশে যে বৈচিত্র্যময় মিশ্রণের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, কেবলমাত্র জন্মদিনের পার্টি বা বিয়ে বাড়ি ছাড়া বাড়িতে তা কখনও পাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষক বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কাজের যেমন- খেলা, সাহিত্য, বিতর্ক, পিকনিক, সমাজসেবা প্রকল্প ইত্যাদি – পরিকল্পনা তৈরি করে অল্প সময়ে অনেক বেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সাহচর্য ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

প্রতিদিনের স্কুল রুটিনেই অনেক আদর্শ দলীয় প্রেক্ষিত সৃষ্টি করা যায় যেখানে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা যায়। সহযোগিতা প্রদর্শন করা যায়। এইসব পরিস্থিতি অনেক সময়ই বিনোদন কেন্দ্রের মত যেখানে শিক্ষার্থীদের হেফাজতে অনেক কাঙ্ক্ষিত সামগ্রী থাকে অথবা অনেক সময় বিভিন্ন টীম এবং প্রতিবেশী বিবদমান দল থাকে যারা সব সময় তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য প্রস্তুত। অর্থাৎ অন্যকথায় স্কুলে বিভিন্ন প্রেক্ষিত বা পরিস্থিতি আছে যেখানে শিক্ষার্থীলা স্বাভাবিকভাবে সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে সহযোগিতা করার শিক্ষা পায়। সব রকমের প্রেক্ষিত ও পরিস্থিতি যদি কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে শিক্ষকরা স্কুলের বাইরে ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক আচরণ খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারেন।

শিক্ষকরা যত পারস্পরিক সাহচর্যে সম্পন্ন করার মত কার্যাবলীর ব্যবস্থা করবেন ততই সে সমস্ত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজ জীবনে সুস্থভাবে বসবাসের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী।

সারমর্ম ঃ শিক্ষার্থীরা যাতে সহযোগিতামূলক সামাজিক আচরণ করতে পারে সেজন্য শিক্ষককে সচেষ্টভাবে তার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ব্যণ্ডদল, সঙ্গীত-দল, মঞ্চের কার্যাবলী, বিভিন্ন সমাজ সেবা প্রকল্প ইত্যাদি হচ্ছে সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। শিক্ষককে সহযোগিতার আদর্শ স্থাপন করে সহযোগিতামূলক মূল্যবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। প্রতিযোগী খেলোয়াড়, সহপাঠী সবাই যাতে পরস্পরকে প্রতিযোগিতার ভেতরে থেকেও সহযোগিতা করে তার জন্যও চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির ভেতরে সহযোগিতার ক্ষেত্র খুবই ক্ষুদ্র। সেজন্য স্কুলের ব্যাপক পরিসরে সহযোগিতার প্রেক্ষিত তৈরি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয়?
   ক. গার্হস্থ্য অর্থনীতির গবেষণাগারে সরঞ্জামাদি সকলে মিলে ব্যবহার করবে
   খ. গার্হস্থ্য অর্থনীতির গবেষণাগারে সকলে দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে পালন করবে
   গ. গার্হস্থ্য অর্থনীতির গবেষণাগারে সকলে সুযোগ সুবিধা পর্যায়ক্রমে ভোগ করবে
   ঘ. গার্হস্থ্য অর্থনীতির গবেষণাগারে এ সকল কাজের মাধ্যমে কোন সামাজিক মূল্যবোধ আয়ত্ত হয় না

২. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক?
   ক. সহযোগিতামূলক শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকের দায়িত্ব
   খ. শুধুমাত্র বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতামূলক আচরণ আয়ত্ত হয়
   গ. সম্প্রদায়, সংস্কৃতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশিষে সহযোগিতার সম্প্রসারণ প্রয়োজন
   ঘ. বাড়ির ভেতরে সহযোগিতার ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক

পাঠ ৩.১১ শিক্ষার্থীর মৌখিক আচরণ
[Verbal Behaviours of the Student]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীর মৌখিক আচরণের স্বরূপ বলতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষের বাইরে সামাজিক প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু মৌখিক আচরণের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য কি কি করা যেতে পারে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

শিক্ষার্থীর মৌখিক আচরণ

আমরা প্রত্যাশা করি যে, শিক্ষার্থীরা সর্বদা সুন্দরভাবে কথা বলবে। কর্কশ, রূঢ় কথা তারা বলবে না। অশ্লীল কথা থেকে দূরে থাকবে। পরস্পরকে গালি দেবে না। এরকম সুষ্ঠু মৌখিক আচরণ বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীর কিছু সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন।

অবাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ

ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে গালিগালিজ করছে, পরস্পরের সঙ্গে মজা তামাশা করছে অথবা কর্কশ, শ্লেষাত্মক, হীন মন্তব্য পরস্পরের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে – এ ধরনের পরিস্থিতি অল্প বিস্তর আমাদের সবার জানা আছে। এ ধরনের কথাবার্তা সম্ভবত আমরা সবাই শুনেছি। আবার ছেলেমেয়েরা একজন আরেকজনকে যে বর্জন করছে সেটা বুঝানোর জন্য নীরব ব্যবহারও করে থাকে। এমন ধারা মৌখিক আচরণের বিপরীতে দেখা যায় ছেলেমেয়েদের চমৎকার মৌখিক আচরণ। বিরাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে হারিয়ে যাওয়া তিন বছরের শিশুটির সঙ্গে একটি কিশোর কি নরম আর সুন্দরভাবে কথা বলছে – সেটাও আমরা দেখি। দশ বছরের মেয়েটি তার বন্ধুর সাইকেলে আচড় কেটে ফেলার জন্য যখন বন্ধুর কাছে মার্জনা প্রার্থনা করে – তখন তার মৌখিক আচরণে আমরা মুগ্ধ হই। একটি কিশোরী যখন তার মামাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায় – তার প্রকাশ ভঙ্গীতে আমরা প্রীত হই। তাহলে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা যেমন গালি গালাজ ইত্যাদি অবাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ করতে পারে তেমনি তাদের মধুর প্রকাশ ভঙ্গি অন্যদের আনন্দদান করে। শিক্ষার্থীর মৌখিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে শিক্ষকের ভূমিকা কি হতে পারে? বাঞ্ছিত, সুন্দর মৌখিক আচরণ উৎসাহিত করার জন্য এবং অবাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ নিরুৎসাহিত করার জন্য শিক্ষক কি করতে পারেন সেটা বিবেচনা করে দেখা যাক।

বাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ

শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষকের ভূমিকা

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের সঙ্গে অনেক কথা বলার বিশেষ সুযোগ নেই। তারা নিজেদের মধ্যে সহজ ও স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে স্কুলে আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, বিরতির সময় বা অন্য কোন মুক্ত সময়ে, দুপুরের খাওয়ার সময় এবং স্কুল ছুটির সময়। শিক্ষক এই সময়গুলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকরণীয় বলা ও শোনার দক্ষতা অর্জনের জন্য কাজে লাগাতে পারেন। মৌখিক আচরণের আদর্শ তাদের সামনে উপস্থাপিত করবেন। যে কোন ইস্যুতে নীতি স্বীকার করা এবং কোন রকম বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রদর্শন না করে আপোষ করা যায় – সেটা দেখাবেন। কোন শিক্ষার্থীর কাজে বা কথায় বাঁধা দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাইতে পারেন। ভালো ও সুন্দর ধারণার জন্য প্রশংসা করে বুঝাতে পারেন যে অন্যের মতামত গ্রহণ করার অর্থ নিজের মতামত বিসর্জন দেওয়া নয়। যে শিশুর মতামত পূর্বে বর্জন করা হয়েছে, তার প্রশংসা করতে পারেন। কোন ইস্যুতে কারো সঙ্গে মতানৈক্য হওয়া মানে যে তাকে অপছন্দ করা নয় সেটা বুঝাবার মত মৌখিক আচরন করতে পারেন। এই ধরনের অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তার আদান প্রদান মৌখিক আচরণ সম্পর্কে ব্যাপক শিক্ষাদান করতে পারে।

খেলার মাঠ

খেলাধুলা শিক্ষককে কথা বলার ও কথা শোনার একটি বিরাট সুযোগ দিতে পারে। শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাদের দক্ষতা ও আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে পারেন। যে কোন খেলার প্রসঙ্গে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার দক্ষতার গোপন রহস্য কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন। মৌখিকভাবে একটা খেলার বর্ণনা দিতে বলতে পারেন অথবা কোন বিশেষ দক্ষতার মূল্যায়ন করতে বলতে পারেন। এ কাজের ভেতর দিয়ে শুধু যে মৌখিক আচরণের বিকাশ ও উন্নতি হচ্ছে তা নয়, মৌখিক আচরণের নিয়ন্ত্রণও হচ্ছে।

শিক্ষাক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া

এ রকম শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া শিক্ষক যে একজন ব্যক্তি যার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে -- এভাবে শিক্ষককে মূল্যায়ন করতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করে। সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করা ও অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করা যে অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরঞ্চ গ্রহণযোগ্য ব্যাপার -- এই ধারণা শিক্ষার্থীর মনে সহজ হয়ে আসে। সেজন্য নিজের সীমাবদ্ধতা বা বন্ধুদের সীমাবদ্ধতা তাকে আর অধৈর্য করে তুলে না। অন্যের সঙ্গে মৌখিক অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে সে বিরত থাকতে পারে।

শিক্ষার্থীকে অন্যকে শেখাতে উৎসাহিত করা

তাছাড়া, একজন শিক্ষককে কিছু বুঝাতে পারায়, কিছু শেখাতে পারায় তার ভেতরে আত্মসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। এই সন্তুষ্টি তাকে সহখেলোয়াড় যারা তার চেয়ে অনেক কম দক্ষ তাদের সাহায্য করার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। এক জন ব্যক্তি একই সঙ্গে শিক্ষাদান করা ও শিক্ষা গ্রহীতার অপরাগতার জন্য কটূক্তি, ব্যাঙ্গোক্তি ও শ্লেষাত্মক মৌখিক আচরণ করতে পারে না। সেজন্য অনেক অবাঞ্ছিত মৌখিক আচরণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটি অধিক মাত্রার কার্যকর পন্থা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের একে অন্যকে শেখাতে উৎসাহিত করা।

মৌখিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ

খেলার মাঠে সর্বদাই বিভিন্ন ধরনের বাক-বিতণ্ডা, ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। যে কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে অবাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ করা হয়। দলের কম দক্ষ খেলোয়াড়রা খেলা ধ্বংস করে দিয়েছে বলে গালি গালাজ করা হয়। খেলার মাঠে সর্বদাই মীমাংসা করার জন্য বিবাদ থাকে, অনেক নিয়ম অনিয়মের মতবিরোধ মীমাংসা করতে হয়। অনেক তর্কবিতর্কের পর ক্ষমা চাইতে হয়। সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর ও অকার্যকর অনেক পন্থার মধ্যে মৌখিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

শুধু খেলার মাঠে নয়, অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও সুষ্ঠু মৌখিক আচরণের বিকাশ ও উন্নতিতে সাহায্য করা যায়। শ্রেণীকক্ষের বাইরের অধিকাংশ শিক্ষাই অনিয়ন্ত্রিত ভাবে হয়ে থাকে। শিক্ষক মৌখিক আচরণ সংক্রান্ত কিছু আলোচনার ব্যবস্থা শ্রেণীকক্ষেও করতে পারেন। সামাজিক আচরণের প্রেক্ষিতে অনেক সমস্যা আলোচিত হতে পারে। শ্রেণীকক্ষে কষ্টার্জিত নিয়ন্ত্রিত আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ইত্যাদি সামাজিক প্রেক্ষিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। সেটা নিশ্চিত করাও শিক্ষকের দায়িত্ব।

এভাবে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর মৌখিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ, বিকাশ ও উন্নয়নে সচেতন প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকবেন।

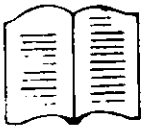

সারমর্ম ঃ শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত উভয় প্রকার মৌখিক আচরণই দেখা যায়। অবাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ নিরুৎসাহিত করে শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু মৌখিক আচরণের বিকাশ সাধনই কাম্য। সে জন্য শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতে তাদের মৌখিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবেন। শ্রেণীকক্ষের বাইরে মুক্ত সময়ে ও খেলার মাঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া শিক্ষার্থীর মৌখিক আচরণ উন্নয়নে সহায়তা করে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষেও কিছু নিয়ন্ত্রিত আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. অবাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ কোন্‌টি?
   ক. রেগে গিয়ে কথা না বলা
   খ. পরস্পরকে গালিগালাজ করা
   গ. খারাপ ব্যবহার করে ক্ষমা চাওয়া
   ঘ. ধন্যবাদ জানানো

২. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয়?
   ক. বাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে
   খ. সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার
   গ. আত্মসন্তুষ্টি কম দক্ষদের সাহায্য করার আগ্রহ জাগিয়ে তোলেনা
   ঘ. অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও মৌখিক আচরণের বিকাশ হয়

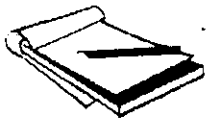

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করার প্রয়োজনীয়তা কি?
২. শিক্ষার্থীদের একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের কি কি লিখতে দেবেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।
৩. পৃথিবীর বিভিন্ন জীবজন্তু সম্পর্কে পাঠদানের জন্য আপনি কি করবেন তার একটি সবিস্তার পরিকল্পনা তৈরি করুন।
৪. আই.সি.সি. ট্রফি খেলার (১৯৯৭) পরিসংখ্যান থেকে আপনি ছোট শিশুদের জন্য কি কি অংক শেখার ব্যবস্থা করতে পারেন তার একটি পরিকল্পনা করুন।
৫. সহযোগিতামূলক শিক্ষাদানের জন্য একটি বিষয় বেছে নিয়ে কিভাবে শিক্ষা দেবেন তার বর্ণনা দিন।
৬. প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিষয় বেছে নিন। কিভাবে কাজটি পরিচালনা করবেন বর্ণনা দিন।
৭. প্রতিটি শিক্ষণীয় কাজে উদ্দেশ্য নিরূপণ প্রয়োজন কেন?
৮. শিখন কাজের বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিন।
৯. কৃতকার্যতা কেন্দ্রিক লক্ষ্যের উদ্দেশ্য কে নিরূপণ করবেন?
১০. উদ্দেশ্য নিরূপণ ও পরিমাপ পদ্ধতির সম্পর্ক দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করুন।
১১. শিক্ষার্থীর জন্য উদ্দেশ্যমুখীন শিক্ষামূলক খেলা কিভাবে পরিচালনা করবেন বর্ণনা দিন।
১২. বাংলা ২য় পত্রে একটি রচনা লেখার কাজ কিভাবে উদ্দেশ্য ও পরিমাপবিধি নির্দিষ্ট করে পরিচালনা করবেন তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।
১৩. সপ্তম শ্রেণীর জন্য বাংলাদেশের মানচিত্রকে কেন্দ্র করে একটি খেলা ডিজাইন করুন।
১৪. ইংরেজি গ্রামারের কোন একটি আইটেমের উপর অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য একটি খেলা ডিজাইন করুন।
১৫. বই-এ উল্লিখিত ভাষার খেলাটির একটি বর্ণনা দিন।
১৬. খেলা ডিজাইন করার সময় কি কি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে তার বর্ণনা দিন।
১৭. শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপন বিভিন্ন প্রেক্ষিতের প্রয়োজন কেন?
১৮. ছোট শিক্ষার্থীর ম্যাপ পড়ার জন্য কি কি setting এর ব্যবস্থা করা যায় বর্ণনা দিন।
১৯. নতুন setting কি সব সময়ই ব্যয়বহুল? আলোচনা করুন।
২০. একটি ফুটবল খেলাকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কি কি উপায়ে শিক্ষানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন – তার একটি পরিকল্পনায় করুন।
২১. চারু ও কারুকলার উপর শিক্ষা সহায়ক একটি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করুন।
২২. টেলিভিশনের অনেক বিজ্ঞাপন থেকে পছন্দমত একটি বেছে নিয়ে কিভাবে সেটা শিক্ষাদান কাজের setting হিসাবে ব্যবহার করবেন -- সুচিন্তিত একটি বর্ণনা দিন।
২৩. যে কোন একটি শিক্ষামূলক কাজের দৃষ্টান্ত নিয়ে তা উপস্থাপনার গতানুগতিক প্রেক্ষিত ও আপনার উদ্ভাবিত কিছু নতুন প্রেক্ষিতের বিবরণ দিন।
২৪. স্বল্পব্যয়ে পরিচালনা করার মত বিভিন্ন প্রেক্ষিতের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।
২৫. শিক্ষার্থীর অঙ্গীকার আদায়ের জন্য শিক্ষকেব কি কি কাজ করা প্রয়োজন ব্যাখ্যা করুন।
২৬. শিক্ষার্থীদের স্কুল কার্যক্রকে একাত্ম করার জন্য কোন কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের অংশীদার করবেন?
২৭. অর্পিত কাজে নির্বাচনের সুযোগ থাকলে সেটা কিভাবে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
২৮. প্রত্যাশা কিভাবে শিক্ষার্থীর মনে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে – ব্যাখ্যা করুন।
২৯. শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় কার্যক্রমে একাত্ম করার দুটি পরিকল্পনা তৈর করুন।

৩০. শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতামাতার অঙ্গীকার ও একাত্মতা বলতে কি বুঝায়?
৩১. স্কুলে শেখা বিষয়বস্তু চর্চায় ও প্রয়োগে কিভাবে অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করুন।
৩২. অভিভাবকের অঙ্গীকার আদায়ে কিভাবে শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা যায় উল্লেখ করুন।
৩৩. বাড়ির কাজ বাধ্যতামূলক করা উচিত নয় কেন?
৩৪. শিশুর শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজের অঙ্গীকার ও একাত্মতা কি?
৩৫. কি কি ধরনের কাজের ভেতর দিয়ে সমাজের একাত্মতা প্রকাশ পায়?
৩৬. কি কি উপায়ে তরুণদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সহযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে বর্ণনা করুন।
৩৭. শিশুর শিক্ষাদানে অভিভাবকের ভূমিকা কি?
৩৮. অভিভাবকের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য অনুসৃত তিনটি উপায়ের উল্লেখ করুন।
৩৯. অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগের কয়েকটি পন্থা বর্ণনা করুন।
৪০. শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের ধারা ত্বরান্বিত করতে অভিভাবক শিক্ষককে কিভাবে সাহায্য করবেন?
৪১. শিক্ষার্থীর সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়ই অভিভাবককে জানানো প্রয়োজন কেন?
৪২. শিক্ষার্থীর উন্নতি সম্পর্কে জানানোর জন্য একটি বিশেষ কার্ডের ছক তৈরি করুন।
৪৩. শিক্ষার্থীর বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের সকল দিকের উন্নতি সম্পর্কে জানানোর জন্য একটি ইনফরমেশন কার্ড উদ্ভাবন করুন।
৪৪. অভিভাবকের সহযোগিতা লাভের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায় বর্ণনা করুন।
৪৫. একজন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রের জন্য ইংরেজি গ্রামারেব একটি তিন মাসের বাড়ির কাজের প্রস্তাব তৈরি করুন।
৪৬. গণিতে দুর্বল একজন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রের জন্য অভিভাবকের নিকট প্রেরণ উপযোগী একটি বার্তার খসড়া প্রস্তুত করুন।
৪৭. অভিভাবককে শিক্ষামূলক নির্দেশনা প্রদান বলতে কি বুঝায়?
৪৮. মনে রাখার সহায়ক যে tips আপনার বই-এ দেওয়া আছে সে রকম শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট করার মত মনোবিজ্ঞান সম্মত একটি tips অভিভাবকদের জন্য রচনা করুন। (শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-১ বই এর সাহায্য নিন।)
৪৯. শ্রেণীকক্ষের সামাজিক আচরণ সাধারণত কি রকম হয়?
৫০. শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা কি?
৫১. শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানহীন আচরণের স্বরূপ বর্ণনা করুন
৫২. গ্রহণযোগ্য আচরণ শেখাতে ও উৎসাহিত করতে শিক্ষক কিভাবে প্রতিযোগিতার সাহায্য নেবেন বর্ণনা করুন।
৫৩. বন্ধুত্ব, সামাজিক কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি অর্জনে প্রতিযোগিতার প্রভাব বর্ণনা করুন।
৫৪. শিক্ষকের প্রতিযোগতায় অংশীদার হওয়ার উপকারিতা কি লিখুন।
৫৫. কোন একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্মাকাণ্ডের পরিকল্পনা করুন। প্রতিযোগিতার ফলাফল থেকে শিক্ষার্থীদের পাঁচটি করে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য আচরণের তালিকা তৈরি করুন।
৫৬. শিক্ষার্থীদের কিভাবে সহযোগিতামূলক পরিবেশ দেওয়া যেতে পারে লিখুন।
৫৭. সহযোগিতামূলক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক কি করতে পারেন বর্ণনা দিন।
৫৮. Peer Group এর মধ্যে কিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে বর্ণনা দিন।
৫৯. শ্রেণীকক্ষের বাইরে স্কুল ও সামাজিক পরিবেশে সহযোগিতার পরিসর অনেক ব্যাপক – ব্যাখ্যা করুন।
৬০. বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ কিভাবে সৃষ্টি করবেন তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিন।

৬১. 'খেলার মাঠ'কে কিভাবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর মধ্যে কি কি সহযোগিতামূলক আচরণ সৃষ্টি করতে পারেন তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।
৬২. অবাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ কি?
৬৩. একটি কিশোরীর দুটি বাঞ্ছিত মৌখিক আচরণের উদাহরণ দিন।
৬৪. মৌখিক আচরণের আদর্শ কখন, কিভাবে শিক্ষক উপস্থাপন করতে পারবেন?
৬৫. সামাজিক প্রেক্ষিতে বাঞ্ছিত মৌখিক আচরণ বিকাশের জন্য শিক্ষক কিভাবে খেলার মাঠকে ব্যবহার করবেন?

উত্তর মালা — ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১
১। খ, ২। ক।

পাঠ ৩.২
১। খ, ২। গ।

পাঠ ৩.৩
১। ঘ, ২। ক।

পাঠ ৩.৪
১। খ, ২। ক, ৩। গ।

পাঠ ৩.৫
১। ক, ২। ঘ।

পাঠ ৩.৬
১। গ, ২। খ।

পাঠ ৩.৭
১। গ, ২। খ।

পাঠ ৩.৮
১। গ, ২। ঘ।

পাঠ ৩.৯
১। খ, ২। গ।

পাঠ ৩.১০
১। ঘ, ২। গ।

পাঠ ৩.১১
১। খ, ২। গ।